কোঽহম্ ?

(আমি কে ?)

বশীরহাট উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের
প্রধান শিক্ষক,

শ্রীযজ্ঞেশ্বর মণ্ডল

প্রণীত।

"বিচারাৎ তীক্ষ্ণতামেত্য ধীঃ পশ্যতি পরং পদম্।
দীর্ঘ সংসাররোগস্য বিচারো হি মহৌষধম্॥
কোঽহং কথময়ং দোষঃ সংসারাখ্য উপাগতঃ।
ন্যায়েনেতি পরামর্শঃ বিচার ইতি কথ্যতে॥
যুক্তিযুক্তমুপাদেয়ং বচনং বালকাদপি।
অন্যৎ তৃণমিব ত্যাজ্যমপ্যুক্তং পদ্মজন্মনা॥"
(মহর্ষি বাল্মিকী)

কলিকাতা,
১/১ শঙ্করঘোষের লেন, নব্যভারত প্রেসে,
শ্রীউমেশচন্দ্র নাগ দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

১৮৯৭

 মূল্য।০ আনা।

এই গ্রন্থ

পরমারাধ্যতম

শ্রীযুক্ত মহিমাচন্দ্র নকুলাবধূত

গুরুদেবের পাদপদ্মে

উৎসর্গীকৃত

হইল।

বশীরহাট, | শ্রীযজ্ঞেশ্বর মণ্ডল,
১৩০৩, মাঘ। | গ্রন্থকার।

অবতরণিকা।

প্রতি কলিযুগেই তত্ত্ববিচারাভাবে ধর্ম্মের অধোগতি হেতু নানাপ্রকার নূতন নূতন ধর্ম্মসম্প্রদায়ের সৃষ্টি হইয়া থাকে, কিন্তু প্রকৃততত্ত্ববোধ হইলে সাম্প্রদায়িকতা থাকে না এবং দ্বেষভাব-পরিবর্জ্জনে ক্রমশঃ সমদর্শিতালাভে সক্ষম হওয়া যায়। দ্বেষভাবই সমুদায় অনিষ্টের মূল, এবং এই জন্যই ভগবতী-গীতায় উক্ত আছে,—

"দ্বেষমূলো মনস্তাপঃ দ্বেষো সংসারবন্ধনম্।
মোক্ষবিঘ্নকরো দ্বেষঃ তং যত্নাৎ পরিবর্জ্জয়েৎ॥"

তত্ত্ববিচার হইতেই ক্রমশঃ চিত্তশুদ্ধিতে জ্ঞানোদয়, এবং জ্ঞানোদয় হইতেই জীব, ঈশ্বর ও ব্রহ্মের স্বরূপাবগতিতে পরাভক্তি লাভ ও ঈশ্বরদর্শন ঘটিয়া থাকে।

"জ্ঞানং তত্ত্ববিচারেণ নিষ্কামেনাপি কর্ম্মণা।
জায়তে ক্ষীণতমসাং বিদুষাং নির্ম্মলাত্মনাম্॥"
(মহানির্ব্বাণ তন্ত্র)

স্বস্বরূপাবগতি ব্যতীত ঈশ্বরদর্শনের চেষ্টা পাষাণে বীজবপনের ন্যায় নিষ্ফলা, সন্দেহ নাই; জ্ঞানমূলক ভক্তিই

ভক্তি, এবং সজ্ঞান ভক্তিতেই কুল, শীল, জাত্যাদি অষ্টপাশ ক্রমশঃ ছিন্ন হইতে থাকে।

দুর্ভাগ্যের বিষয় এই যে, প্রায় সকল ধর্ম্মসম্প্রদায়ের লোকেরাই তত্ত্ববিচার পরিত্যাগ পূর্ব্বক অজ্ঞানতা বশতঃ অগ্রেই জাত্যাদির মূলে কুঠারাঘাত করেন, কিন্তু তদবস্থায় তাহাদের চিত্তক্ষেত্রে দ্বেষভাব পূর্ণমাত্রায়ই বিরাজমান থাকে। আত্মজ্ঞান ব্যতীত অষ্টপাশদহনের অন্য কোনওই উপায় নাই এবং এই জন্যই উপনিষদে উক্ত আছে,—

"স্বদেহমরণিং কৃত্বা প্রণবঞ্চোত্তরারিণিম্।
জ্ঞাননির্ম্মথনাভ্যাসাৎ পাশং দহতি পণ্ডিতঃ॥"

আত্মবিচারবিষয়ক-অসংখ্য উপদেশপূর্ণ আর্য্যগ্রন্থ-সকল এখনও বর্ত্তমান রহিয়াছে, কিন্তু কেবল গ্রন্থাবৃত্তি বা টীকাবৃত্তিতে তত্ত্বজ্ঞান হওয়া দূরে থাকুক্ ক্রমশঃ দম্ভাহংকার ও জিগীষাদিই বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়; সাধনাব্যতীত তত্ত্বজ্ঞান-লাভ সুদূরপরাহত।

সাধনার প্রথম সোপানই কোঽহম্ বিচার; মহর্ষি বাল্মিকী স্বয়ং বলিলাছেন,—"কোঽহং কথময়ং দোষো সংসারাখ্য উপাগতঃ। ন্যায়েনেতি পরামর্শঃ বিচার ইতি কথ্যতে।" আমি কে, ইহা বিচারে নিরূপিত হইলেই,

সাধনার প্রথম সোপান উত্তীর্ণ হওয়া যায়; দ্বিতীয় সোপান পরাভক্তিলাভ; তৃতীয় সোপান ঈশ্বরদর্শন; চতুর্থ সোপান অষ্টসিদ্ধি ও অমরত্ব।

ভারতের পুনরভ্যুদয়ের সময় উপস্থিত বলিয়াই "আমি কে? এই প্রশ্ন অধুনা শিক্ষিত ও চিন্তাশীল ব্যক্তিগণের অন্তঃকরণে স্বতঃই উদিত হইয়া থাকে, কিন্তু আর্য্য শাস্ত্রপাঠে বিতৃষ্ণা বা তৃষ্ণাভাববশতঃই এই প্রশ্নের সদুত্তরপ্রাপ্তি হইতে অনেকেই বঞ্চিত আছেন। জগন্ময়ী বিশ্বজননীর অনুগ্রহেই তাঁহার প্রণোদিত এই "কোঽহম্" গ্রন্থ গুরুপদেশানুযায়ী সাধনায় প্রাপ্ত। আশা করি, এই গ্রন্থপাঠে অনেকেরই নিদ্রা ভঙ্গ হইবে এবং তত্ত্ববিচারার্থ মনের ব্যাকুলতা জন্মিবে। এই গ্রন্থ মায়াবাদেরই অনুরূপ "প্রতিবিম্ববাদে" পরিপূর্ণ, কিন্তু সূক্ষ্মভাবে গভীর চিন্তার সহিত মনোযোগসহকারে বুঝিয়া পাঠ করিলে এই গ্রন্থে কিঞ্চিৎ বিশেষত্ব লক্ষিত হইবে এবং অদ্বৈতরস সমাধান যে অতি সহজ প্রণালীতেই নিষ্পন্ন হইয়াছে, তাহাও অনায়াসেই বোধগম্য হইবে।

"সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম" "শান্তং শিবমদ্বৈতম্" "ব্রহ্ম একমেবাদ্বিতীয়ম্" প্রভৃতি শ্রুতিবাক্যের তাৎপর্য্যবোধাভাবসত্ত্বেও অনেক ধর্ম্মসম্প্রদায়ে এই সকল মহাবাক্য ব্যব-

হৃত হইয়া আসিতেছে, কিন্তু শতসহস্র বৎসরেও তত্ত্ববিচার ব্যতীত উক্ত মহাবাক্যগুলি কেহই হৃদয়ঙ্গম করিতে সক্ষম হইবেন না, এবং এই কারণেই এবম্বিধ কোন ধর্ম্মসম্প্রদায়েরই ক্রমোন্নতি অব্যাহত দৃষ্ট হয় না। যাঁহারা অদূরদর্শী এবং তত্ত্ববিচারবিমুখ তাঁহারাই বাহ্যাড়ম্বর দেখিয়া মহামোহে পতিত হয়েন, এবং আন্তরিক ধর্ম্মপিপাসাবশতঃই অবিদ্যা ও অদূরদর্শীতামূলক ধর্ম্মসম্প্রদায়ের আশ্রয় গ্রহণ করেন।

চিরদিন সমান যায় না, অজ্ঞানতামূলক বিশ্বাসও চিরদিন স্থায়ী হয় না; সম্ভবতঃ ভারতে পুনরভ্যুদয়ের এই সময় উপস্থিত, এবং এই জন্যই বিধাতার অভিপ্রায় যে, বর্ত্তমানকালোপযোগী এই "কোঽহম্" গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থে ভাষাগত কোন দোষ আছে কিনা জানি না, তবে যে সমুদায় যুক্তি প্রদত্ত হইয়াছে, তাহাদের বিরুদ্ধে যদি কাহারও অন্তঃকরণে কোন তর্ক বা যুক্তি উপস্থিত হয়, তাহা হইলে তাহা সাদরে গৃহীত হইবে এবং আশা করি যুক্তিদ্বারাই তাহা খণ্ডন করিতে সমর্থ হইব। ইতি।

গ্রন্থকার।

জয় তারা মা।

"পিতাধর্ম্মঃ পিতাস্বর্গঃ পিতাহি পরমং তপঃ।
পিতরি প্রীতিমাপন্নে প্রীয়ন্তে সর্ব্বদেবতাঃ॥
মাতা ধরিত্রী জননী দয়ার্দ্রহৃদয়া শিবা।
দেবী ত্রিভুবনশ্রেষ্ঠা নির্দ্দোষা সর্ব্বদুঃখহা॥
আরাধনীয়া পরমা দয়া শান্তিঃ ক্ষমা ধৃতিঃ।
স্বাহা স্বধা চ গৌরী চ পদ্মা চ বিজয়া জয়া॥
অজ্ঞান-তিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জন-শলাকয়া।
চক্ষুরুন্মিলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবেনমঃ॥"

কোঽহম্।

(১)

"অহমস্মীতি অহং জানামি"—আমি আছি, আমি জানি। যদি বল "আমি আছি" ইহার প্রমাণ চাই। কে প্রমাণ চায়? উত্তর—আমি। "আমি''র অস্তিত্ব প্রমাণিত হইবার পূর্ব্বে "আমি" প্রমাণ চাহিতে পারে না। অতএব "আমি আছি'' এই বাক্যের বিরুদ্ধবাদী না থাকায়, "আমি আছি" স্বতঃসিদ্ধঃ।

---

(২)

আমি অবিনাশী কি বিনাশী, অর্থাৎ নিত্য কি অনিত্য, তাহা দেখা যাউক।

আমার বিনাশ যদি আমি না দেখি, তবে আমি বিনষ্ট হইতে পারি না, কারণ আমি যে আছি, তাহা আমি জানি, আমার অস্তিত্বে আমার অচল ও অটল বিশ্বাস আছে। আমার বিনাশ যদি আমি দেখি, তাহা হইলেও দ্রষ্টা "আমি''র

অস্তিত্ব থাকায় দৃশ্য "আমি"র বিনাশ অসম্ভব, যেহেতু দ্রষ্টা ও দৃশ্য এক "আমি।" অতএব আমি "অবিনাশী" (নিত্য)।

---

(৩)

আমি চৈতন্য কি জড় ?

জড় আপনার অস্তিত্ব জানেনা, অর্থাৎ তাহার জ্ঞান নাই যে সে আছে। আমি আছি আমি জানি অর্থাৎ আমার অস্তিত্বে আমার জ্ঞান আছে। অতএব আমি জড় নহি, আমি "চৈতন্য," এবং জড় হইতে আমি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র বা ভিন্ন পদার্থ। আমার দেহ জড়, অতএব আমি আমার দেহ হইতে স্বতন্ত্র পদার্থ।

---

(৪)

আমি আছি জানি, অতএব আমার জ্ঞানশক্তি অর্থাৎ জানিবার শক্তি আছে, স্বীকার্য্য। আমার জ্ঞানশক্তি আমা হইতে স্বতন্ত্র কি আমার সহিত এক ও অভিন্ন তাহা বিচার্য্য। জ্ঞানশক্তি যদি আমা হইতে কোন স্বতন্ত্র পদার্থ হয়, তাহা হইলে উহার অভাবেও আমার অস্তিত্ব থাকিবে, এবং আমি যদি জ্ঞানশক্তি হীন হই, তাহা হইলে আমার জ্ঞান থাকিবে না যে আমি আছি, সুতরাং আমি জড়পদার্থ হইব। কিন্তু

অগ্রেই অবগত হইয়াছি যে, আমি জড় হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র পদার্থ অর্থাৎ আমি চিৎ বা চৈতন্য; অতএব স্থিরসিদ্ধান্ত হইল যে, আমার জ্ঞানশক্তি আমা হইতে কোন স্বতন্ত্র পদার্থ নহে; আমি ও আমার জ্ঞানশক্তি এক ও অভিন্ন। যাহাকে আমি আমার জ্ঞানশক্তি বলিতেছি, আমিই সেই জ্ঞানশক্তি, অর্থাৎ আমি আমাদ্বারাই আমাকে জানি। "জ্ঞান" ও "জ্ঞান-শক্তি" শব্দদ্বয় একই অর্থবোধক; আমার জ্ঞানশক্তি আছে বলিলে আমি যাহা বুঝি, আমার জ্ঞান আছে বলিলেও আমি তাহাই বুঝি, সুতরাং "জ্ঞান"ই "জ্ঞানশক্তি; এবং যেহেতু আমি ও আমার জ্ঞানশক্তি এক ও অভিন্ন, অতএব আমি "জ্ঞান।"

যদি বল যে, কোন জড়পদার্থের সহিত জ্ঞানশক্তির বিশেষ যোগ হইলেই উক্ত জড়পদার্থ চৈতন্যসংজ্ঞা প্রাপ্ত হয়, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে চৈতন্য বলিয়া স্বতন্ত্র কোন পদার্থ নাই, এজন্যই আমি জ্ঞানশক্তিহীন হইলে জড় হইয়া যাই। তাহা হইলে আমার এই বক্তব্য যে, চৈতন্য বলিয়া কোন স্বতন্ত্র পদার্থ যদি না থাকে, তবে জড়ের ও জ্ঞানশক্তির দ্রষ্টা বা জ্ঞাতা কে হইবে? আমিই জড়কে জানিতেছি এবং আমার জ্ঞানশক্তি যে আছে, তাহাও আমি অবগত আছি, যেহেতু উক্ত শক্তিদ্বারাই আমি জানিতে পারি। অতএব আমি

জড়াতিরিক্ত অর্থাৎ জড় হইতে স্বতন্ত্র চৈতন্য পদার্থ, এবং আমার জ্ঞানশক্তি আমা হইতে পৃথক হইতে পারে না বলিয়াই আমি ও আমার জ্ঞানশক্তি এক ও অভিন্ন।

যদিও বা বল যে, জ্ঞানশক্তি জড়ের সহিত একত্র সংযুক্ত হইলেই চৈতন্যনামধেয় দ্রষ্টা বা জ্ঞাতা হয়; তাহা হইলেও আমার জিজ্ঞাসা এই যে, চৈতন্য বলিয়া দ্রষ্টাস্বরূপ কোন পদার্থ যদি না থাকে, তবে জ্ঞানশক্তি ও জড়ের পরস্পর সংযোগের দ্রষ্টা কে হইবে? দ্রষ্টা বা জ্ঞাতাভাবে উক্ত সংযোগ অসম্ভব। যদি বল, উক্ত দ্বিবিধ পদার্থ দ্রষ্টাভাবেও আপনা আপনিই সংযুক্ত হইয়া থাকে, তাহা হইলেও আমার বক্তব্য এই যে, কারণ বা কর্ত্তা ব্যতিরেকে সংযোগরূপ কার্য্য অসম্ভব; জড়ের কোন কর্ত্তৃত্ব স্বীকার করিতে পারি না; জ্ঞানশক্তির ও জড়ের সহিত সংযোগের পূর্ব্বে কর্ত্তৃত্ব সম্ভব নহে। জ্ঞানশক্তি যদি আপনা আপনিই জড়ের সহিত সংযুক্ত হয়, স্বীকার করি, তাহা হইলে জ্ঞানশক্তির সংযোগের শক্তি আছে, অতএব "শক্তির শক্তি আছে" বলিতে হয়; ইহা অপেক্ষা হাস্যাস্পদ ও অসঙ্গত বাক্য আর কি হইতে পারে? যাহা হউক জ্ঞানশক্তির জড়ের সহিত সংযোগের শক্তি আছে, যদি স্বীকার করিয়া লই, তাহা হইলে জ্ঞানশক্তির কর্ত্তৃত্ব আছে, বলিতে পারি। "কর্ত্তৃত্ব" "শব্দটী জ্ঞাতৃত্ব বা

দ্রষ্টৃত্ব" সূচক অর্থাৎ যে কর্ত্তা সে অবশ্য জ্ঞাতা হইবে, কারণ কিরূপে কর্ত্তৃত্ব করিতে হইবে, ইহা না জানিলে কর্ত্তৃত্ব অসম্ভব; অতএব জ্ঞান শক্তিকেই জ্ঞাতা স্বীকার করিতে হইতেছে, এবং জ্ঞানশক্তিই জ্ঞাতা হইলে, তুমি কিরূপে বলিলে যে, জ্ঞানশক্তি জড়ের সহিত সংযুক্ত হইয়াই জ্ঞাতা হয়? যাহা হউক, জ্ঞানশক্তিই যদি জ্ঞাতা বা দ্রষ্টা হয়, তাহা হইলে আমি যখন জ্ঞাতা বা দ্রষ্টা, তখন আমিই সেই জ্ঞানশক্তি! এবং এই জ্ঞানশক্তিকেই আমি চৈতন্য বা জ্ঞান পদার্থ বলিতেছি এবং আমিই সেই 'জ্ঞান' পদার্থ! আমার স্বভাব, প্রকৃতি বা ধর্ম্মই এই যে, আমি জানি বা দেখি। আমি দ্রষ্টা বা জ্ঞাতা বলিয়াই আমার জ্ঞানশক্তি বা দর্শনশক্তি আছে, এরূপ কথিত হয় মাত্র, বস্তুতঃ জ্ঞান-স্বরূপ-আমাতিরিক্ত বা আমা হইতে স্বতন্ত্র জ্ঞানশক্তি নাই।

---

(৫)

আমি বিকারী কি অবিকারী, অর্থাৎ আমার কোন পরিবর্ত্তন আছে কি আমি অপরিবর্ত্তনশীল পদার্থ? কল্য বা পূর্ব্ব মুহূর্ত্তে যে "আমি" ছিলাম, অদ্য বা এই মুহূর্ত্তে সেই "আমি"ই আছি, এবং পরদিন বা পর মুহূর্ত্তেও এই "আমি"ই থাকিব, ইহা আমি জানি; আমার একত্ব

বিনষ্ট হয় না। আমি যদি বিকারী হইতাম, তাহা হইলে আজ এক "আমি" এবং কাল অন্য "আমি" হইয়া পড়িতাম, বিশেষতঃ যাহা পরিবর্ত্তনশীল দৃষ্ট হইতেছে, তাহাই জড় বলিয়া গণ্য হইতেছে, অপরিবর্ত্তনশীল কোন জড়পদার্থ দৃষ্ট হয় না। আমার দেহের পরিবর্ত্তন আছে এবং উহা জড়-পদার্থ। যাহা জড় তাহা সাবয়ব দৃষ্ট হইতেছে, অবয়বহীন কোন জড়পদার্থ দেখা যায় না।. আমার যদি কোন অবয়ব থাকিত, তাহা হইলে জ্ঞানস্বরূপ আমাকর্ত্তৃক উহা দৃষ্ট হইত, অতএব স্বীকার্য্য যে, আমি "নিরবয়ব।" নিরবয়ব পদার্থের পরিবর্ত্তন অসম্ভব। জ্ঞানশক্তি ভিন্ন অন্য কাহারও কর্ত্তৃত্ব নাই, যেহেতু কর্ত্তা জ্ঞাতা বা দ্রষ্টা হইবে। আমিই যখন উক্ত জ্ঞানশক্তি, তখন আমার পরিবর্ত্তন আমি কেন করিব? আমার পরিবর্ত্তন আমি করি না, আমি জানি। অতএব আমি অপরিবর্ত্তনশীল পদার্থ অর্থাৎ আমি "নির্ব্বিকার।"

---

(৮)

আমি নির্ব্বিকার ভাবে বা অবস্থায় অনাদি অনন্তকাল স্থায়ী, এজন্য আমি "সৎ" পদার্থ।

---

(৭)

অতএব আমি সৎস্বরূপ এবং চিৎস্বরূপ বা জ্ঞান-স্বরূপ পদার্থ। "সচ্চিদহম্।"

---

(৮)

আমি নিরবয়ব ও নির্ব্বিকার বলিয়াই আমি "নির্গুণ," যেহেতু কেবল গুণেরই পরিবর্ত্তন দৃষ্ট হয়।

---

(৯)

আমি নিরবয়ব বলিয়াই আমি "নিরাকার" ও "অরূপ," অতএব আমি "অসীম" অর্থাৎ সীমারহিত।

---

(১০)

নিরাকার, অরূপ, নিরবয়ব, অসীম পদার্থ "এক," অর্থাৎ দুইটী নিরবয়ব অসীম পদার্থের অস্তিত্ব অসম্ভব, যেহেতু দুইটী থাকিলেও এক হইয়া যাইবে; বিশেষতঃ নিরবয়ব অসীম দুইটী পদার্থের পরস্পর ভেদ-নিরূপক কোন পদার্থের অস্তিত্ব সম্ভব নহে, কারণ সাবয়ব পদার্থদ্বারা নিরবয়ব অসীম পদার্থদ্বয়ের পর-

শপর ভেদকরা যাইতে পারে না। অতএব নিরবয়ব পদার্থ একটী ভিন্ন দুইটী নাই, অর্থাৎ কেবল "আমি"ই নিরবয়ব পদার্থ।

তন্ত্রোক্ত "সচ্চিদেকং ব্রহ্ম" এই মহাবাক্যের প্রতিপাদ্য ব্রহ্ম আমিই হইলাম; যেহেতু আমি "সৎস্বরূপ" ও "চিৎস্বরূপ, এবং আমি ভিন্ন অন্য কোন "সচ্চিৎ" পদার্থ নাই, কারণ "সচ্চিৎ" পদার্থ নিরবয়ব ও অসীম বলিয়া এক। আমি জ্ঞানস্বরূপ, অতএব "প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম" বেদের এই মহাবাক্যের প্রতিপাদ্য ব্রহ্ম ও "আমি।" "অহং ব্রহ্মাস্মি," বেদের এই মহাবাক্যের সহিত আমার যুক্তির মীমাংসা এক হইল।

এই পর্য্যন্ত মীমাংসাতে পঁহুছিলাম যে, আমি সজাতি-বর্জ্জিত এক ব্রহ্ম, অর্থাৎ আমি ভিন্ন অন্য ব্রহ্ম নাই।

---

(১১)

আমি জ্ঞানস্বরূপ, অতএব আমার "জ্ঞানশক্তি" (জানিবার বা দেখিবার শক্তি) আছে, অর্থাৎ আমি জানিতে পারি। এই "জ্ঞানশক্তি" আমা হইতে কোন স্বতন্ত্র পদার্থ নহে। যেমন অগ্নি কি, তাহা বুঝাইবার জন্য, অগ্নির দাহিকা শক্তি

আছে, এরূপ বলা হয়, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে দাহিকাশক্তি বলিয়া কোন স্বতন্ত্র পদার্থ (অগ্নি হইতে অতিরিক্ত পদার্থ) নাই— দগ্ধ করা অগ্নির ধর্ম্ম, প্রকৃতি বা স্বভাব; সেইরূপ জ্ঞান কি, তাহা বুঝাইবার জন্যই জ্ঞানের "জ্ঞানশক্তি" আছে, এমত বলিতে হয়, প্রকৃতপক্ষে 'জ্ঞানশক্তি" জ্ঞান হইতে কোন স্বতন্ত্র পদার্থ নয়। যেমন দাহিকা-শক্তির অভাবে অগ্নির অভাব, সেইরূপ জ্ঞানশক্তির অভাবে জ্ঞানের অভাব বুঝিতে হইবে। 'জ্ঞানের জ্ঞানশক্তি আছে' বলিলে এইমাত্র বুঝিতে হইবে যে, জ্ঞান জ্ঞাতা বা দ্রষ্টা। অতএব "জ্ঞানশক্তি" শব্দটীর প্রয়োগে কোন বাধা নাই, যেহেতু ইহার অর্থবোধ হইল। এই জ্ঞানশক্তি এক বলিয়া, ক্রিয়ার বাধকাভাবে, অসীম; এবং কখনও ইহার হ্রাস বৃদ্ধি নাই; জ্ঞানশক্তি বলিয়া যদি কোন স্বতন্ত্র পদার্থ থাকিত, তাহা হইলে উহার হ্রাসবৃদ্ধি হওয়া না হওয়া সম্বন্ধে প্রশ্ন উঠিতে পারিত। "অসীম জ্ঞানশক্তি"ই জ্ঞান, যেমন "অসীম দাহিকাশক্তি"ই অগ্নি। জ্ঞান জ্ঞাতা বলিয়াই জ্ঞানের জ্ঞানশক্তি আছে, স্বীকার্য্য। যে বস্তু বা পদার্থের যে প্রকৃতি, সেই বস্তু হইতে সেই প্রকৃতি বাদ দিলে উক্ত বস্তুরই লোপ করা হয়।

(১২)

এখন দেখা যাউক, জ্ঞানস্বরূপ বা চিৎস্বরূপ আমি সক্রিয় কি নিষ্ক্রিয়। আমি নিরবয়ব, নির্বিকার ও অসীম, অতএব আমি নিশ্চল, স্থির ও গম্ভীর; সুতরাং আমি "নিষ্ক্রিয়"। আমার স্বভাব বা প্রকৃতিই এই যে আমি দেখি বা জানি, অর্থাৎ আমি সাক্ষীরূপে কেবল দ্রষ্টা বা জ্ঞাতা মাত্র,—আমি কিছুই করিনা, অর্থাৎ আমি জাগতিক কোন পরিবর্ত্তন ঘটাই না এবং সৃষ্টি বিনাশাদি ক্রিয়া আমার নাই। আমি যখন জ্ঞান পদার্থ, তখন আমি আমার জ্ঞানশক্তিতে কেবল জানি বা দেখি, ইহাই যুক্তিযুক্ত, "জ্ঞানশক্তি" সৃষ্টি বিনাশাদি ক্রিয়া-বোধক নহে, ইহা সহজেই বোধগম্য হয়।

যদি বল, জ্ঞানস্বরূপ ব্রহ্মের জ্ঞানশক্তি আছে এবং এই জ্ঞানশক্তি ব্রহ্ম হইতে স্বতন্ত্র পদার্থ নহে, অর্থাৎ ব্রহ্ম ও জ্ঞানশক্তি এক ও অভিন্ন, ইহা স্বীকার করিলে; কিন্তু ব্রহ্মের যেমন "জ্ঞানশক্তি" আছে, সেইরূপ ব্রহ্মের "ক্রিয়াশক্তি" (অর্থাৎ সৃষ্টিবিনাশাদিক্রিয়া-শক্তি) ও "ইচ্ছাশক্তি" আছে, স্বীকার করিতে বাধা কি? ব্রহ্মের "ইচ্ছাশক্তি" ও "ক্রিয়াশক্তি আমি স্বীকার করিতে পারি না, জ্ঞানস্বরূপ ব্রহ্ম সাক্ষীরূপে কেবল দ্রষ্টা বা জ্ঞাতা মাত্র; সৃষ্টি বিনাশাদি জাগতিক কোন পরিবর্ত্তনরূপ ক্রিয়া তাঁহার নাই এবং

তাঁহার ইচ্ছাও নাই। "ইচ্ছাশক্তি" ও "ক্রিয়াশক্তি" যদি থাকে, তাহা হইলে ইহাও অবশ্য স্বীকার্য্য যে, যেমন "জ্ঞানশক্তি" ব্রহ্ম হইতে স্বতন্ত্র পদার্থ নহে, সেইরূপ "ইচ্ছাশক্তি" এবং "ক্রিয়াশক্তি"ও ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন নহে, অর্থাৎ "ইচ্ছাশক্তি" ও "ক্রিয়াশক্তি" ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন; যেমন "জ্ঞানশক্তি"ই ব্রহ্ম, সেইরূপ "ক্রিয়াশক্তি"ই ব্রহ্ম এবং "ইচ্ছাশক্তি"ই ব্রহ্ম, বলিতে হইবে। "ক্রিয়াশক্তি" ও "ইচ্ছাশক্তি" বলিয়া ব্রহ্মাতিরিক্ত কোন স্বতন্ত্র পদার্থ যদি থাকে, তাহা হইলে উক্ত পদার্থদ্বয় নিরবয়ব কিম্বা সাবয়ব হইবে। সাবয়ব হইলে উহাদের অবয়ব জ্ঞানস্বরূপ ব্রহ্মকর্তৃক দৃষ্ট হইত। অতএব "ক্রিয়াশক্তি" ও "ইচ্ছাশক্তি"কে নিববয়ব পদার্থ বলিতে হইতেছে। নিরবয়ব পদার্থ এক ব্রহ্ম ভিন্ন আর নাই, অগ্রেই প্রমাণিত হইয়াছে, এজন্য "ক্রিয়াশক্তি" ও "ইচ্ছাশক্তি" ব্রহ্মকেই স্বীকার করিতে হইল। পূর্ব্বে "জ্ঞানশক্তি"কে ব্রহ্ম স্বীকার করিয়াছি, এখন "ইচ্ছাশক্তি" ও "ক্রিয়াশক্তি"কেও ব্রহ্ম বলিতে হইল; সুতরাং "জ্ঞানশক্তি"ই "ক্রিয়াশক্তি," এবং "জ্ঞানশক্তি"ই "ইচ্ছাশক্তি" অর্থাৎ "ক্রিয়াশক্তি" ও "ইচ্ছাশক্তি" "জ্ঞানশক্তি" হইতে স্বতন্ত্র বা ভিন্ন নহে। "জ্ঞানশক্তি'ই যদি "ক্রিয়াশক্তি" কি "ইচ্ছাশক্তি" হইল; তাহা হইলে "জ্ঞানশক্তি"র ক্রিয়াও,

"ইচ্ছাশক্তি"র এবং "ক্রিয়াশক্তি"র ক্রিয়ার সহিত এক ও অভিন্ন হইবে। "জ্ঞানশক্তি"র ক্রিয়া "জানা বা দেখা," ইচ্ছাশক্তির ক্রিয়া "ইচ্ছা করা" এবং ক্রিয়াশক্তির ক্রিয়া "সৃষ্টি করা, বিনাশ করা এবং জাগতিক পরিবর্ত্তন করা।" অতএব "জানা বা দেখা"ও যাহা "ইচ্ছা করা"ও তাহা, এবং "সৃষ্টিকরা"ও তাহাই হইল,—ইহা সম্পূর্ণ অসঙ্গত। "দর্শন" ও "ইচ্ছা" কখনই এক নহে; "দর্শন" এবং "সৃজন" ও এক হইতে পারে না। অতএব ইহাই যুক্তিযুক্ত যে, ব্রহ্মের কেবল "জ্ঞানশক্তি"ই আছে; "ক্রিয়াশক্তি" ও "ইচ্ছাশক্তি" আদৌ নাই।

তবে যদি তুমি বল যে, ব্রহ্মের "জ্ঞানশক্তি" আছে বলিয়াই, ব্রহ্মের "ক্রিয়াশক্তি" ও "ইচ্ছাশক্তি"র অস্তিত্ব অস্বীকার করা হইল; ব্রহ্মের "ক্রিয়াশক্তি" কিম্বা "ইচ্ছাশক্তি" আছে স্বীকার করিয়া, "জ্ঞানশক্তি"র অস্তিত্ব অস্বীকার করার বাধা কি? "জ্ঞানশক্তি"র অস্তিত্ব অস্বীকৃত হইতে পারে না, কারণ "আমি আছি" ইহা আমি জানি, এ জন্যই আমার "জ্ঞানশক্তি" বা জানিবার শক্তি আছে, ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য। "জ্ঞানশক্তি" অস্বীকার করিয়া যদি কেবল "ইচ্ছাশক্তি" কি "ক্রিয়াশক্তি" স্বীকার করি, তাহা হইলে "ইচ্ছা" ও "ক্রিয়া"র জ্ঞাতা কে হইবে? "জ্ঞানশক্তি"র অভাবে

"ইচ্ছা" ও "ক্রিয়া"র জ্ঞাতা ও কর্ত্তাভাব হইবে, ইচ্ছাকারী কি সৃজনকারী কর্ত্তা আপনার অস্তিত্ব না জানিলে কিরূপে ইচ্ছা করিবেন এবং কিরূপেই বা সৃজন করিবেন? অতএব স্থির সিদ্ধান্ত হইল যে, ব্রহ্মের কেবল "জ্ঞানশক্তি"ই আছে, তাঁহার "ক্রিয়াশক্তি" ও "ইচ্ছাশক্তি" নাই—তিনি কেবল সাক্ষীস্বরূপ জ্ঞাতা বা দ্রষ্টা মাত্র; তিনি ইচ্ছাও করেন না এবং সৃষ্টিও করেন না এবং জাগতিক কোন পরিবর্ত্তনও তিনি ঘটান না। "ইচ্ছা" যে কি, তাহা পরে বক্তব্য; এখন এই পর্য্যন্তই মীমাংসিত হইল যে, জ্ঞানস্বরূপ আমি (ব্রহ্ম) "নিষ্ক্রিয়"।

আমি যদি নিষ্ক্রিয় ও সজাতি-বর্জ্জিত ব্রহ্ম হইলাম, তবে জাগতিক পরিবর্ত্তন কে ঘটায়? আমার দেহের পরিবর্ত্তন দৃষ্ট হয়। আজ আমি যাহা একরূপ দেখিতেছি, কাল আবার তাহাই অন্যরূপ দেখিতে পাই। অদ্য দেখি মরুভূমিতে জল আছে, কল্য আবার দেখি উহা জল নয়, মরীচিকা মাত্র। এক বস্তুকে কখনও দেখি বাষ্প, কখনও দেখি তরল পদার্থ জল, আবার কখনও দেখি বরফ। আমার দর্শনের বা জ্ঞানের এইরূপ পরিবর্ত্তন কে ঘটায়? আমার জ্ঞানশক্তির কোনই হ্রাসবৃদ্ধি হয় না, যেমন জ্ঞানশক্তি তেমনই থাকে, তবে অদ্য যাহা একরূপ দেখি, কল্য তাহা

অন্যরূপ দেখি কেন? যেমন দর্পণের গুণে, মুখাকৃতি কোন দর্পণে বক্র, কোন দর্পণে দীর্ঘ, কোন দর্পণে ক্ষুদ্র ও কোন দর্পণে বৃহৎ দৃষ্ট হয়, কিন্তু দৃষ্টিশক্তি যেমন তেমনই থাকে এবং মুখেরও কোন পরিবর্ত্তন ঘটে না; সেইরূপ, অন্য কোন বস্তু জলাকার, কল্য সেই বস্তু বরফাকার বা বাষ্পাকার দৃষ্ট হইলেও, আমার জ্ঞানশক্তির (দর্শনশক্তির) যে কোন হ্রাসবৃদ্ধি হয় না, ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য, কারণ আমি নির্বিকার নির্গুণ "জ্ঞান" এবং আমার "জ্ঞানশক্তি" আমা হইতে কোন স্বতন্ত্র বা ভিন্ন পদার্থ নহে। আমার জ্ঞানশক্তি যখন অসীম ও নির্বিকার (অপরিবর্ত্তনশীল), তখন আমার যে ভ্রম নাই, ইহা স্বতঃসিদ্ধ; আমি যাহা দেখি, তাহা ঠিকই দেখি, জ্ঞানের ভ্রমপ্রমাদ অলৌকিক। দর্পণে প্রতিবিম্ব দেখি মাত্র, মুখ দেখি না; প্রতিবিম্ব নানা প্রকার হইতে পারে, মুখ যেমন তেমনই থাকে। আমি যদি প্রতিবিম্ব না দেখিয়া মুখ দেখিতাম, তাহা হইলে মুখের স্বরূপই দেখিতাম—মুখ এক রূপই দেখিতাম, নানারূপ দেখিতাম না। যেমন প্রতিবিম্ব তেমনই আমি দেখিয়া থাকি, ইহাতে আমার দৃষ্টিশক্তির কোনই দোষ নাই। একই বস্তু জল, বরফ ও বাষ্প প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন আকারে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে জ্ঞানস্বরূপ আমাকর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলেও, আমার জ্ঞানশক্তির (দর্শনশক্তির) উপর কোনই

দোষারোপ করিতে পারি না—আমি যাহা দেখি, তাহা ঠিকই দেখি, আমার কোন ভ্রম নাই। অদ্য মরুভূমিতে জল দেখিলাম, আবার কল্য তাহা মরীচিকা বলিয়া জানিলাম—উভয় দর্শনই ঠিক দর্শন, দর্শনে কোন ভ্রম হইতে পারে না; জ্ঞানস্বরূপ ব্রহ্মের ভ্রম যুক্তিবিরুদ্ধ। এক বস্তুকে দুইদিন দ্বিবিধাকার দেখিবার কারণ কি? একমাত্র মুখ থাকা সত্বেও যেমন দুই দর্পণে ভিন্ন ভিন্ন আকার বিশিষ্ট ভিন্ন ভিন্ন প্রতিবিম্ব দৃষ্ট হয়, সেইরূপ জ্ঞানদর্পণেও একই বস্তুর ভিন্ন ভিন্ন প্রতিবিম্ব দৃষ্ট হইয়া থাকে। জ্ঞানদর্পণে বস্তুর স্বরূপ দৃষ্ট হয় না; বস্তুর স্বরূপ যদি দৃষ্ট হইত, তাহা হইলে এক বস্তুকে একদিন জল ও অন্যদিন বরফ বা বাষ্পাকার দেখিতাম না।

জ্ঞানদর্পণে বস্তুর প্রতিবিম্ব দৃষ্ট হয় সত্য, কিন্তু জ্ঞানস্বরূপ ব্রহ্ম কর্তৃক উক্ত বস্তু দৃষ্ট হয় না কেন? ব্রহ্ম স্বয়ংই উক্ত বস্তু বা পদার্থ; ব্রহ্ম স্বজ্ঞানদর্পণে (অন্তঃকরণে) আত্ম প্রতিবিম্বই বিবিধাকারে দর্শন করিয়া থাকেন, পরে ইহা বিশেষ বিচার্য্য।

আমি দর্পণে প্রতিবিম্বই দেখি মাত্র, আমি দর্পণে বস্তু বা বস্তুর স্বরূপ দর্শন করি না, এজন্যই এক সময়ে যাহা একরূপ দেখি, অন্য সময়ে আবার তাহাই অন্যরূপ দেখি, অর্থাৎ একই বস্তুর ভিন্ন ভিন্ন প্রতিবিম্ব দর্শন

করিয়া থাকি। আমি কেবল সাক্ষীরূপে জ্ঞাতা বা দ্রষ্টা একই আছি এবং আমার জ্ঞানশক্তিও একই আছে; যেমন প্রতিবিম্ব জ্ঞানদর্পণে পতিত হয়, সেইরূপ প্রতিবিম্বই আমি দর্শন করিয়া থাকি, ইহাতে আমারও কোন দোষ নাই এবং আমার দর্শনশক্তিরও কোন দোষ দিতে পারি না; আমি যাহা দেখি তাহা ঠিকই দেখি, আমার দর্শন মিথ্যা হইতে পারে না এবং দর্শনে কোন ভ্রম প্রমাদেরও সম্ভাবনা নাই যেহেতু আমি জ্ঞান স্বরূপ ব্রহ্ম।

পরিদৃশ্যমান জগৎপ্রপঞ্চ প্রতিবিম্ব বলিয়া স্বীকার করিলে, ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে যে, উক্ত জগৎ প্রপঞ্চ যাহার প্রতিবিম্ব. তাহার অস্তিত্ব আছে এবং তাহা প্রতিবিম্বের ন্যায় অবস্তু নহে অর্থাৎ তাহা কোন পদার্থ হইবে। যেমন মুখ আছে বলিয়াই ভিন্ন ভিন্ন দর্পণে উক্ত মুখের ভিন্ন ভিন্ন প্রতিবিম্ব দৃষ্ট হয়, এবং প্রতিবিম্বের ও দর্পণের অবর্ত্তমানেও মুখ বর্ত্তমান থাকে; সেইরূপ পরিদৃশ্যমান পরিবর্ত্তনশীল জগৎপ্রপঞ্চরূপ প্রতিবিম্ব অবশ্য কোন পদার্থের প্রতিবিম্ব হইবে, এবং সেই পদার্থ, জ্ঞানদর্পণের ও জ্ঞানদর্পণস্থ প্রতিবিম্বের অবর্ত্তমানেও, বর্ত্তমান থাকিবে ইহা স্বীকার্য্য, কারণ দর্পণাভাব প্রতিবিম্বাভাবের কারণ হইতে পারে, কিন্তু দর্পণ ও দর্পণস্থ প্রতিবিম্বের অভাব প্রতিবিম্বিত

পদার্থের অস্তিত্বলোপের বা বিনাশের কারণ হইতে পারে না।

যেমন দর্পণস্থ প্রতিবিম্ব পরিবর্ত্তনশীল হইলেও, উক্ত দৃশ্য মিথ্যা নয় অর্থাৎ ভ্রম নয়, যথার্থই উহা প্রতিবিম্ব; সেইরূপ জগৎ প্রপঞ্চরূপ প্রতিবিম্ব পরিবর্ত্তনশীল হইলেও, উক্ত দৃশ্য মিথ্যা বা ভ্রমাত্মক নয়, যথার্থই উহা প্রতিবিম্ব। আদর্শে (দর্পণে) যেমন আত্মছবি দৃষ্ট হয়, সেইরূপ জ্ঞান-দর্পণে (অন্তঃকরণে) ও কি আত্ম-প্রতিবিম্বই দর্শন করিয়া থাকি? তাহা যদি হয়, তাহা হইলে পরিদৃশ্যমান জগৎ প্রপঞ্চরূপ প্রতিবিম্ব ব্রহ্মেরই প্রতিবিম্ব হইয়া দাঁড়ায় এবং নিরবয়ব ও অরূপ ব্রহ্মের সাবয়ব ও সরূপ প্রতিবিম্ব হয়। ইহা হইতে পারে কি না, পরে বিচার্য্য; অগ্রে জ্ঞান দর্পণ কি, তাহার মীমাংসা করিতে হইবে। এখন এই মাত্র বক্তব্য যে, জগৎ প্রপঞ্চরূপ প্রতিবিম্ব যদি ব্রহ্ম ভিন্ন অন্য কোন পদার্থের প্রতিবিম্ব হইত, তাহা হইলে জ্ঞান স্বরূপ ব্রহ্ম কর্ত্তৃক উক্ত পদার্থ দৃষ্ট হইত।

শ্রুতিবাক্যে প্রমাণ পাওয়া যায় যে, এমন এক সময় আসিবে যে সময়ে জগৎপ্রপঞ্চ থাকিবে না এবং কেবল এক-মাত্র নিরুপাধি ব্রহ্মই থাকিবেন। জগৎপ্রপঞ্চ পরিবর্ত্তনশীল বলিয়া, উহার পরিণাম যে লয় বা বিনাশ তাহা অনুমেয়ও

বটে। এই কালে (মহাপ্রলয়ে) অন্তঃকরণেরও অভাব হইবে, এজন্য অন্তঃকরণকে নিত্য পদার্থ বলিতে পারি না। যে কালে অন্তঃকরণ ও জগৎ প্রপঞ্চ থাকিবে না, তখনও সৎ-স্বরূপ ও জ্ঞানস্বরূপ ব্রহ্ম থাকিবেন এবং তাঁহার জ্ঞানশক্তিও থাকিবে; ইহা হইতেই প্রমাণিত হইতেছে যে, জগৎ বলিয়া কোন পদার্থ নাই, জগৎ বলিয়া কোন পদার্থ থাকিলে জগৎ প্রপঞ্চরূপদৃশ্যাভাব কোন কালেও হইত না। "নাসতো বিদ্যতে ভাবঃ নাভাবো বিদ্যতে সতঃ।" (ভগবৎগীতা) "আদা-বন্তে চ যন্নাস্তি বর্ত্তমানেঽপি তৎ তথা।" (যোগবাশিষ্ঠ)। অতএব জগৎ প্রপঞ্চরূপ দৃশ্য অবস্তু অর্থাৎ প্রতিবিম্ব মাত্র, এবং দ্বিতীয় পদার্থের অস্তিত্ব না থাকায় উহা ব্রহ্মেরই প্রতি-বিম্ব। জ্ঞানস্বরূপ ব্রহ্ম কেবল সাক্ষীরূপে দ্রষ্টা বা জ্ঞাতা বলিয়া ব্রহ্মের নিষ্ক্রিয়তা হেতু তাঁহার বিনাশরূপ ক্রিয়া ভাবে জগৎকে কোন অনিত্য অর্থাৎ বিনাশশীল পদার্থও বলিতে পারি না এবং কোন অনিত্য পদার্থের প্রতিবিম্বও বলিতে পারি না; অতএব স্থির সিদ্ধান্ত করিতে হইতেছে যে, পরিবর্ত্তনশীল জগৎপ্রপঞ্চরূপ দৃশ্য আত্ম-প্রতিবিম্ব মাত্র।

যদি বল, অন্তঃকরণ বিনষ্ট কে করিল? অন্তঃকরণ প্রতিবিম্ব নহে এবং উহার বর্ত্তমানতা জ্ঞানগোচর। উহা কোন নিরবয়ব পদার্থও নয় এবং সাবয়ব পদার্থও নয়।

অন্তঃকরণ, নিরবয়ব পদার্থ হইলে, ব্রহ্মের সহিত এক ও অভিন্ন হইত, এবং সাবয়ব হইলে উহার অবয়ব দৃষ্ট হইত। অন্তঃকরণসংজ্ঞাবিশিষ্ট জ্ঞানদর্পণ যে কি, তাহা পরে বক্তব্য।

যদি বল, "শ্রুতিবাক্যের উপর নির্ভর করিয়া তুমি কোন সময়ে জগতের তিরোভাব বা লয় অনুমান করিতেছ, এবং এই জন্যই জগৎকে তুমি সৎস্বরূপব্রহ্মের প্রতিবিম্ব বলিয়া সিদ্ধান্ত করিতেছ। এ অনুমান ও সিদ্ধান্ত অগ্রাহ্য; জগৎ একটী পরিবর্ত্তনশীল নিত্য পদার্থ, অর্থাৎ অনাদি অনন্ত কালই একটী "জগৎ" পদার্থ আছে এবং উহার পরিবর্ত্তনও অনাদি অনন্তকাল ঘটিতেছে।"

জগৎকে তুমি পরিবর্ত্তনশীল একটী নিত্য পদার্থ বলিতেছ;—

জগৎ পরিবর্ত্তনশীল বলিয়া উহা সগুণ পদার্থ, যেহেতু কেবল গুণেরই পরিবর্ত্তন লক্ষিত হইয়া থাকে। সগুণ পদার্থের পরিবর্ত্তনে ইহাই দৃষ্ট হয় যে, উহার পূর্ব্ব গুণ বিনষ্ট হয় এবং পরবর্ত্তি গুণ উৎপন্ন হয়, সেইরূপ আবার উৎপন্ন গুণের ক্ষণিক স্থিতির পর উহার বিনাশ হয় এবং তৎপরবর্ত্তি গুণের উৎপত্তি হয়; এইমত প্রবাহরূপে গুণের বা গুণ সমষ্টির উৎপত্তি, স্থিতি ও লয় হইয়া থাকে। ইহা হইতে স্পষ্ট-

তঃই জানা যাইতেছে যে, গুণের উৎপত্তি (সৃষ্টি), স্থিতি, ও লয় (বিনাশ) আছে। "সৃষ্টি" ও "বিনাশ" ক্রিয়া, সন্দেহ নাই। এই সৃষ্টি ও বিনাশরূপ ক্রিয়া কাহার? জ্ঞানস্বরূপ এক ব্রহ্ম ভিন্ন আর ব্রহ্ম নাই; তবে কাহা কর্তৃক উক্ত সৃষ্টি ও বিনাশ ক্রিয়া নিষ্পন্ন হয়? ব্রহ্ম নিষ্ক্রিয়, এজন্ত তিনি সৃষ্টি ও বিনাশের কারণ বা কর্ত্তা নহেন। তবে কি গুণ স্বয়ং উৎপন্ন হইয়া স্থিতি পূর্ব্বক আপনা আপনিই বিনাশ প্রাপ্ত হয়? তাহা হইতে পারে না, যেহেতু উৎপন্ন গুণ কার্য্য এবং কারণ বা কর্ত্তা ব্যতীত কার্য্য অসম্ভব। যদি বল এমন কোন শক্তি আছে, যৎকর্তৃক সৃষ্টি ও বিনাশ ক্রিয়া নিষ্পন্ন হয়, তাহা হইলে উক্ত শক্তি নিরবয়ব কিম্বা সাবয়ব হইবে; নিরবয়ব হইলে উহা ব্রহ্মের সহিত এক ও অভিন্ন হইয়া যায় এবং ব্রহ্মের নিক্রিয়তাহেতু উহা কর্তৃক সৃষ্টি ও বিনাশ অসম্ভব; সাবয়ব হইলে উহার অবয়ব জ্ঞানস্বরূপ ব্রহ্ম কর্তৃক দৃষ্ট হইত, পরন্ত ইহা জগতের অন্তর্গত হইত। যাহা সাবয়বও নয় এবং নিরবয়বও নয়, তাহা কোন পদার্থ নহে, সুতরাং তাহার অস্তিত্বও নাই। আবার অনিত্য গুণও অনিত্য গুণের কারণ হইতে পারে না, যেহেতু এক গুণ বা এক শ্রেণীস্থ গুণ সকল অগ্রে বিনষ্ট না হইলে, পরবর্ত্তি গুণ বা গুণ সকল উৎপন্ন হয় না; অগ্রে বিনষ্ট হইয়া কিরূপে

সৃষ্টি করিবে এবং তাহার বিনাশক্রিয়াই বা কিরূপে সম্ভবে? এজন্যই সিদ্ধান্ত হইতেছে যে, গুণের উৎপত্তিও নাই, স্থিতিও নাই, বিনাশও নাই; কারণ কর্ত্তাভাবে সৃষ্টিবিনাশাদি ক্রিয়া অসম্ভব। গুণ বলিয়া কোন পদার্থই নাই—উৎপন্ন হয় নাই এবং হইবেও না। যে গুণ উৎপন্ন হয় নাই—সুতরাং যে গুণের বর্ত্তমানতা নাই, সেই গুণ বাদ দিলে তোমার আপাততঃ প্রতীয়মান পরিবর্ত্তনশীল নিত্য জগৎ এক অরূপ নিরাকার নিরবয়ব নিষ্ক্রিয় নির্গুণ অদ্বয় ব্রহ্ম হইয়া দাড়াইল। তুমি নির্গুণ ব্রহ্মে অস্তিত্বহীন মিথ্যা গুণের বা গুণসমষ্টির বৃথা আরোপ করিয়া নির্গুণ ব্রহ্মকেই পরিবর্ত্তনশীল নিত্য জগৎ বলিয়াছ। এক অদ্বিতীয় (সজাতি বিজাতিবর্জ্জিত) ব্রহ্ম ভিন্ন আর কোন পদার্থই নাই। "ব্রহ্ম একমেবাদ্বিতীয়ম্" এ সিদ্ধান্ত অকাট্য।

"অতস্তিমিত-গম্ভীরং সান্দ্রানন্দরসার্ণবম্।
মাধুর্য্যৈকরসানন্ত মেকমেবাস্তে সর্ব্বতঃ॥"

গুণের যদি আদৌ উৎপত্তি, স্থিতি ও বিনাশ অসম্ভব হইল, তবে গুণের বা গুণসমষ্টির উৎপত্তি-স্থিতি-লয়রূপ যে দৃশ্য উহা কি? গুণের উৎপত্তি-স্থিতি-লয়রূপ দৃশ্য স্বপ্ন-দৃষ্ট

মিথ্যা পদার্থ সমূহের ন্যায় প্রতিবিম্ব মাত্র; গুণ কোন বস্তু বা পদার্থ নহে।

"পঞ্চভূতাত্মকং বিশ্বং মরীচিজল সন্নিভম্!" (দত্তাত্রেয়)
"দীর্ঘস্বপ্নঃ স্থিতিং যাতঃ সংসারাখ্যো মনোবশাৎ।
অসম্যগ্ দর্শনাৎ স্থানাবিব পূং প্রত্যয়ঃ দৃঢ়ঃ॥"
(যোগবাশিষ্ট)

জ্ঞাতা বা দ্রষ্টা আত্মা (ব্রহ্ম) যখন উক্ত প্রতিবিম্ব দর্শন করেন, তখন প্রতিবিম্বের বর্ত্তমানতা অস্বীকার করিতে পারি না। বিচার পূর্ব্বক অবগত হইলাম যে, পরিদৃশ্যমান জগৎ প্রপঞ্চ প্রতিবিম্ব মাত্র, এবং প্রতিমুহূর্ত্তেই জগতের যে পরিবর্ত্তন ঘটিতেছে বলিয়া আপাততঃ বোধ হয়, উহা সম্পূর্ণ মিথ্যা, যেহেতু পরিবর্ত্তনশীল কোন পদার্থই নাই, অতএব পরিবর্ত্তনও নাই। জগতের আপাততঃ প্রতীয়মান পরিবর্ত্তনে ইহাই বুঝিতে হইবে যে, পর পর ভিন্ন ভিন্ন প্রতিবিম্ব মাত্র দৃষ্ট হইতেছে। এই প্রতিবিম্ব অবশ্য কোন নিত্য পদার্থের প্রতিবিম্ব হইবে। পরিবর্ত্তনশীল কোনও নিত্য পদার্থ নাই, অতএব অপরিবর্ত্তনশীল নিত্যপদার্থ সৎস্বরূপ ব্রহ্মেরই উক্ত প্রতিবিম্ব, এবং ব্রহ্ম স্বয়ং আত্ম-প্রতিবিম্ব বিবিধাকারে দর্শন করিতেছেন। জ্ঞানস্বরূপ ব্রহ্ম

জ্ঞানদর্পণে (অন্তঃকরণে) উক্ত প্রতিবিম্ব দর্শন করেন। এই দর্পণে জগৎরূপ প্রতিবিম্ব দৃষ্ট হয় বটে, কিন্তু দর্পণকে প্রতিবিম্ব বলিতে পারি না। দর্পণের দ্রষ্টা বা জ্ঞাতা ব্রহ্ম, অতএব দর্পণের বর্ত্তমানতা স্বীকার্য্য। দর্পণকে কোন পরিবর্ত্তনশীল পদার্থও বলিতে পারি না। যেহেতু পরিবর্ত্তনশীল কোন পদার্থ নাই অগ্রেই মীমাংসিত হইয়াছে, বিশেষতঃ উক্ত জ্ঞানদর্পণ পরিবর্ত্তনশীল কোন পদার্থ হইলে, উহা সাবয়ব হইত এবং উহার অবয়ব জ্ঞানগোচর হইত। অতএব সিদ্ধান্ত হইতেছে যে, ব্রহ্মে এমন এক অনির্ব্বচনীয় শক্তি আছে যে শক্তির পর পর ক্রিয়ারূপ দর্পণ সকলে (অন্তঃকরণ সকলে) ব্রহ্ম পর পর ভিন্ন ভিন্ন জগদাকার আত্মপ্রতিবিম্ব দর্শন করিয়া থাকেন। উক্ত শক্তিই মায়া শক্তি বা মায়া নামে অভিহিত; এবং উক্ত শক্তির ক্রিয়াই জ্ঞান দর্পণ বা অন্তঃকরণ-সংজ্ঞা প্রাপ্ত।

"অপ্রতর্ক্য মনির্দ্দেশ্য মনৌর্গমামনাময়ম্।
তস্য কাচিৎ স্বতঃ সিদ্ধা শক্তির্ম্মায়েতি বিশ্রুতা ॥"

(দেবীগীতা)

"ব্রহ্মাদি তৃণ পর্য্যন্তং মায়য়া কল্পিতং জগৎ।
সত্যমেকং পরং ব্রহ্ম বিদিত্বৈবং সুখী ভবেৎ ॥

আত্মা সাক্ষী বিভূঃ পূর্ণো সত্যোঽদ্বৈতঃ পরাৎপরঃ।
দেহস্থোঽপি ন দেহস্থো জ্ঞাত্বৈবং মুক্তিভাগ্‌ভবেৎ॥"
(মহানির্ব্বাণ তন্ত্র)

"যথা দর্পণ কালিম্না মলিনং দৃশ্যতে মুখম্।
তদ্বদন্তঃ করণজৈঃ দোষৈরাত্মা সমীক্ষ্যতে॥"
(শিবগীতা)

এই ব্রহ্মমায়া ব্রহ্ম হইতে স্বতন্ত্র বা ভিন্ন পদার্থ নহে; স্বতন্ত্র পদার্থ হইলে দুইটী সৎ পদার্থের অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হয়, কিন্তু তাহা হইতে পারে না, কারণ মায়া ব্রহ্ম হইতে যদি কোন স্বতন্ত্র বা পৃথক্ পদার্থ হইত, তাহা হইলে উহা হয় নিরবয়ব না হয় সাবয়ব পদার্থ হইত; সাবয়ব হইলে উহার অবয়ব জ্ঞানদৃশ্য হইত এবং নিরবয়ব হইলে ব্রহ্মের সহিত উহা এক ও অভিন্ন হইয়া যাইত। অতএব ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে যে, এই মায়া নামে অভিহিত ব্রহ্মশক্তি ব্রহ্ম হইতে স্বতন্ত্র বা ভিন্ন পদার্থ নহে, উহা ব্রহ্মের সহিত এক ও অভিন্ন, অর্থাৎ ব্রহ্ম ও মায়া একই সৎ পদার্থ। এই মায়ার ক্রিয়া জ্ঞানস্বরূপ ব্রহ্মের দৃশ্য। মায়ার ক্রিয়াই ব্রহ্মের জ্ঞানদর্পণ বা অন্তঃকরণ।

যদি ব্রহ্ম ও মায়া এক ও অভিন্ন হইলেন, তাহা হইলে

নিষ্ক্রিয় ব্রহ্ম কি সক্রিয় হইলেন? নিষ্ক্রিয় ব্রহ্মকে সক্রিয় কিরূপে বলিতে পার? মায়ার এই ক্রিয়াকে, "নিষ্ক্রিয় ব্রহ্ম" বলিলে যে ক্রিয়া বোধ করা যায়, সেরূপ ক্রিয়া বুঝিতে হইবে না। ব্রহ্ম দ্রষ্টা বা জ্ঞাতা বলিয়া যেমন তাঁহার জ্ঞানশক্তি ও দর্শনরূপক্রিয়া আছে অথচ তাঁহাকে নিষ্ক্রিয় সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে, সেইরূপ ব্রহ্মের মায়াশক্তি ও মায়াশক্তির ক্রিয়াও বুঝিতে হইবে। ব্রহ্ম মায়াশক্তির ক্রিয়ারূপ দর্পণে জ্ঞান শক্তির ক্রিয়ারূপ নয়ন দ্বারা আত্ম-প্রতিবিম্ব জগদাকার দর্শন করেন। পূর্ব্বেই মীমাংসা করা হইয়াছে যে, ব্রহ্ম জ্ঞানস্বরূপ বলিয়া জ্ঞাতা বা দ্রষ্টা এবং ব্রহ্মের জ্ঞানশক্তি বা দর্শন শক্তি আছে, এবং ব্রহ্ম ও জ্ঞান-শক্তি এক ও অভিন্ন, অতএব জ্ঞানশক্তিই ব্রহ্ম এবং ব্রহ্মই জ্ঞানশক্তি। কিন্তু আবার উক্ত হইল যে, ব্রহ্মের মায়াশক্তি আছে এবং মায়াশক্তি ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন, অর্থাৎ মায়াশক্তিই ব্রহ্ম এবং ব্রহ্মই মায়াশক্তি। সুতরাং মায়াশক্তি ও জ্ঞান-শক্তি একই শক্তি, অর্থাৎ জ্ঞানশক্তি বা দর্শনশক্তিই মায়া-শক্তি। মায়াশক্তি যদি জ্ঞানশক্তিই হইল, তাহা হইলে বলিতে হইবে যে, "ব্রহ্ম জ্ঞানশক্তির বা দর্শন শক্তির ক্রিয়া-রূপ দর্পণে আবার জ্ঞান শক্তির বা দর্শনশক্তির ক্রিয়া-রূপ নয়ন দ্বারা আত্মপ্রতিবিম্ব দর্শন করেন," অর্থাৎ

"এমন অনির্ব্বচনীয় ভাবে তাঁহার দর্শন ক্রিয়া নিষ্পন্ন হয় যে, উক্ত দর্শন ক্রিয়াতেই তৎকর্ত্তৃক তাঁহার স্বরূপ দৃষ্ট না হইয়া আত্ম প্রতিবিম্ব দৃষ্ট হইয়া থাকে।" কি আশ্চর্য্য দর্শনশক্তি! কি আশ্চর্য্য মায়া! ব্রহ্ম অনাদি অনন্ত কাল অনন্ত জ্ঞানদর্পণে আপনাকেই অনন্তরূপে দর্শন করেন!—অনাদি অনন্তকাল আপনাকেই অনন্তরূপে অনন্ত ভাবে দর্শন করেন! ইহাই ব্রহ্ম প্রকৃতি! ইহাই ব্রহ্মমায়া! ইহাই ব্রহ্মের নিত্যধর্ম্ম! ইহাই নিয়তি! "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম," ওঁ এক মেবা দ্বিতীয়ম্!

আবার দেখা যাউক তোমার জগৎ কি।

"তুমি বলিতেছ যে এই পরিদৃশ্যমান জগৎ প্রপঞ্চ একটী পরিবর্ত্তনশীল নিত্য পদার্থ।" তোমার পরিবর্ত্তনশীল জগৎ সগুণ পদার্থ, যেঁহেতু জগতের পরিবর্ত্তনে কেবল গুণেরই পরিবর্ত্তন দৃষ্ট হয়। গুণের বা গুণসমষ্টির পরিবর্ত্তনই জগতের পরিবর্ত্তন, স্বীকার করিতে হয়। গুণের পরিবর্ত্তনে জগতের পরিবর্ত্তন হইলে, গুণ সমষ্টিকেই জগৎ বলিতে হইবে। গুণ সমষ্টিকে জগৎ বলিয়া স্বীকার না করিলে, সগুণ জগতের গুণসমষ্টি জগৎ হইতে ভিন্ন বা স্বতন্ত্র। গুণসমষ্টি জগৎ

হইতে স্বতন্ত্র বা ভিন্ন হইলে, গুণের পরিবর্ত্তনে জগতের পরিবর্ত্তন হইতে পারে না, বলিতে হইবে। এবং গুণের পরিবর্ত্তনে দৃষ্ট হয় যে, পূর্ব্ব গুণ বা গুণসমষ্টি বিনষ্ট হয় এবং পরবর্ত্তি গুণ বা গুণসমষ্টি উৎপন্ন হয়; এবং শেষোক্ত গুণ বা গুণসমষ্টি ক্ষণকাল স্থিতি পূর্ব্বক বিনষ্ট হইলে তৎপরবর্ত্তি গুণ বা গুণসমষ্টির উৎপত্তি হয়। গুণ বা গুণসমষ্টির উৎপত্তি, স্থিতি ও লয় স্বীকার করিতে হইল। গুণের যদি লয় বা বিনাশ হয়, তাহা হইলে তোমার সগুণ জগৎ গুণের বিনাশে নির্গুণ হইয়া যায়, এবং তোমার পূর্ব্বোক্ত পরিবর্ত্তনশীল নিত্য জগৎ, গুণ সমষ্টির বিনাশে, নিরবয়বতা প্রযুক্ত এক নির্গুণ নিরাকার নিত্য পদার্থ হয়। নির্গুণ নিরাকার নিত্য পদার্থ এক ব্রহ্ম ভিন্ন আর নাই, অত্তি পূর্ব্বেই সিদ্ধান্ত হইয়াছে, অতএব, তুমি দেখিতে পাইলে যে, যাহাকে তুমি পরিবর্ত্তনশীল নিত্য জগৎ বলিতেছ, তাহা বিনাশশীল গুণ বা গুণ সমষ্টির (যে গুণ বা গুণ সমষ্টি জগৎ হইতে স্বতন্ত্র) বিনাশে এক নির্গুণ ব্রহ্ম ভিন্ন আর কিছুই নহে, সুতরাং গুণ হইতে স্বতন্ত্র বা ভিন্ন পদার্থ যে তোমার জগৎ তাহা অপরিবর্ত্তনশীল এক নিত্য পদার্থ ব্রহ্ম। তোমার জগৎ হইতে গুণ যদি স্বতন্ত্র হয়, তাহা হইলে তোমার নিত্য জগৎ পরিবর্ত্তনশীল কিরূপে হইল? তুমি যাহা দেখ তাহা হইতেই ত তোমার

সিদ্ধান্ত যে, জগৎ একটী পরিবর্ত্তনশীল নিত্য পদার্থ? গুণের পরিবর্ত্তন ভিন্ন আর কিছুর পরিবর্ত্তন কি তুমি দেখিয়া থাক?

যদি বল গুণ বা গুণসমষ্টি তোমার জগৎ হইতে ভিন্ন বা স্বতন্ত্র নহে, অর্থাৎ গুণসমষ্টিই জগৎ, তাহা হইলে তুমি বলিতে পার, এবং আমিও স্বীকার করিতে পারি, যে তোমার জগৎ পরিবর্ত্তনশীল, যেহেতু গুণের পরিবর্ত্তন দৃষ্ট হইয়া থাকে। গুণের পরিবর্ত্তনে কি দৃষ্ট হয়? ইহা তুমি স্বীকার করিতে বাধ্য যে, পূর্ব্ব গুণ বিনষ্ট হয় এবং পরিবর্ত্তি গুণ উৎপন্ন হয়। তুমি জ্ঞানস্বরূপ ব্রহ্ম, তুমি বিবর্ত্ত স্বীকার করিতে পার না; অর্থাৎ পূর্ব্বগুণ বিনষ্ট হয় না, পূর্ব্বগুণই পরবর্ত্তি গুণ বলিয়া ভ্রম হয়, এ কথা তুমি বলিতে পার না, কারণ তুমি জ্ঞান তোমার আবার ভ্রম কি? যদি বল তোমার ভ্রমই হয়, তাহা হইলে একথা বলা অন্যায় নয় যে, জগৎটীও তোমার একটী ভ্রমাত্মক দৃশ্য মাত্র; তোমার একটী ভ্রম তুমি যদি স্বীকার কর, তাহা হইলে সব বিষয়েই তোমার ভ্রম হওয়া অসম্ভব কি? যদি বল আমি জ্ঞান, আমার কোন ভ্রম নাই, তবে পূর্ব্ব গুণ পরবর্ত্তি গুণ বলিয়া ভ্রম হয় নাই স্বীকার্য্য।

যদি বল পূর্ব্ব গুণের পরিবর্ত্তনে, পূর্ব্ব গুণের বিকারই পরবর্ত্তি গুণ; যেমন দুগ্ধের বিকার দধি, তাহা হইলে দেখা

যাউক তোমার গুণ কি, অর্থাৎ তোমার গুণের স্বরূপ কি। গুণের যদি বিকার হয়, তবে গুণ একটী পদার্থ বা বস্তু। গুণকে যদি বস্তু না বল, তাহা হইলে উহা অবস্তু অর্থাৎ স্বপ্নদৃষ্ট পদার্থের ন্যায় মিথ্যা দৃশ্য বা প্রতিবিম্ব মাত্র, যেহেতু তুমি জ্ঞান স্বরূপ ব্রহ্ম দ্রষ্টা আছ, তোমার দর্শন ভ্রম নয় অর্থাৎ তুমি নিশ্চয়ই কিছু না কিছু দেখিতেছ। যাহা তুমি দেখিতেছ, তাহা যদি অবস্তু হইল, তাহা হইলে গুণকে কোন নিত্য পদার্থের প্রতিবিম্ব স্বীকার করিতে হইল এবং তোমার জগৎও প্রতিবিম্ব হইয়া গেল, কারণ গুণ সমষ্টিই জগৎ। আর গুণ যদি কোন পদার্থ বা বস্তু হয়, তবে উক্ত পদার্থের গুণ আছে স্বীকার করিতে হইবে। উক্ত পদার্থের যদি গুণ স্বীকার কর, তাহা হইলে "গুণের গুণ আছে" বলিতে হয়! ইহা সম্পূর্ণ অসঙ্গত ও হাস্যাস্পদ বাক্য সন্দেহ নাই, যেহেতু গুণের গুণ থাকিতে পারে না। যদি তুমি উক্ত পদার্থের গুণ স্বীকার না কর, তাহা হইলে উহা নির্গুণ পদার্থ, এবং নির্গুণ হইলে অবয়বহীনতা প্রযুক্ত ব্রহ্মের সহিত এক ও অভিন্ন এবং উহার পরিবর্ত্তন অসম্ভব।

যদি তুমি গুণের বিকার স্বীকার না কর, তবে তুমি অবশ্য স্বীকার করিতে বাধ্য যে, গুণের পরিবর্ত্তনে এই জানা যায় যে পূর্ব্বোক্ত গুণ বিনষ্ট হয় এবং পরবর্ত্তি গুণ উৎপন্ন

হয় ; এবং আবার এই উৎপন্ন গুণ ক্ষণকাল স্থিতি পূর্ব্বক বিনষ্ট হইলে তৎপরবর্ত্তি গুণ উৎপন্ন হয়। সুতরাং গুণের সৃষ্টি, স্থিতি ও লয় স্বীকার করিতে হইল। এখন দেখ দেখি তোমার জগতের কি দশা হইল ? তুমিই স্বীকার করিয়াছ যে "গুণ সমষ্টি"ই জগৎ। গুণের উৎপত্তি, স্থিতি ও লয় আছে। অতএব জগতের পরিবর্ত্তনে ইহাই বুঝিতে হইবে যে, এক জগৎ ক্ষণকাল স্থিতি করিয়া বিনষ্ট হয়, এবং আবার একটী জগৎ উৎপন্ন হয় এবং তাহাও ক্ষণকাল স্থিতিপূর্ব্বক বিনষ্ট হইয়া যায় ; ইত্যাদি। প্রতি মুহূর্ত্তেই জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও লয় হইতেছে। তবে যদি বল জগতের লয় হইলে জগৎ অদৃশ্য হয় না কেন ? এক জগতের বিনাশ ও অন্য জগতের উৎপত্তির মধ্যে যে কাল বা সময় তাহা নাই বলিলেই হয়, অর্থাৎ কালও ব্রহ্ম প্রতিবিম্ব মাত্র। একটী প্রশস্ত লাল দাগের উপর যদি সবুজ বর্ণের একটী অপ্রশস্ত দাগ দেওয়া যায়, তাহা হইলে লালবর্ণ ও সবুজবর্ণের মধ্যে পরস্পর ভেদনিরূপক একটী রেখা দৃষ্ট হয়, কিন্তু উক্ত রেখার কোন প্রস্থ বা পরিসর নাই। উক্ত রেখার পরিসর বা প্রস্থ স্বীকার করিলে, প্রস্থায়তন অবশ্য লাল কিম্বা সবুজবর্ণ বিশিষ্ট হইবে এবং উহাদ্বারা বর্ণদ্বয়ের মধ্যস্থ সীমা বা ভেদ নিরূপিত হইতে পারে না। উক্ত রেখাকে বর্ণহীন স্বীকার

করিলে উহার প্রস্থায়তন নাই স্বীকার্য্য অথচ একটী রেখা-রূপ দৃশ্য আছে সত্য, এজন্যই আকাশকেও ব্রহ্ম প্রতিবিম্ব স্বীকার করিতে হয়। যেরূপ বর্ণদ্বয়ের মধ্যে আকাশের অভাব দেখিতে পাও, সেইরূপ, বিন্দুর আয়তনাভাবে, পরস্পর সংমিলিত বিন্দুদ্বয়ের মধ্যেও আকাশ নাই অথচ অসংখ্য সংখ্যক বিন্দুতে একটী রেখা হয়, অর্থাৎ অস্তিত্বহীন বিন্দুরূপী আকাশখণ্ড সমূহে একটী রেখারূপ দৃশ্য হয়। আকাশেরও অস্তিত্ব নাই অর্থাৎ আকাশ বলিয়া কোন পদার্থ নাই, আকাশও আত্মপ্রতিবিম্ব মাত্র! দৃশ্য কেবল ব্রহ্ম-প্রতিবিম্ব মাত্র! দৃশ্য সর্ব্বৈব মিথ্যা! নিরবয়বের সাবয়ব প্রতিবিম্ব! যেমন বর্ণদ্বয়ের মধ্যে ও রেখাস্থ পরস্পর সম্মি-লিত বিন্দুদ্বয়ের মধ্যে অস্তিত্ব হীন আকাশ আছে, সেইরূপ এক জগতের লয় ও অন্য জগতের উৎপত্তির মধ্যে অস্তিত্বহীন কাল আছে; কাল ও ব্রহ্মপ্রতিবিম্ব মাত্র। সুতরাং উৎপত্তি ও যেমন মিথ্যা স্থিতি ও তদ্রূপ, এবং লয় ও তথৈবচ! আত্মা ভিন্ন সর্ব্বৈব মিথ্যা!

"পঞ্চভূতাত্মকং বিশ্বং। মরীচিজলসন্নিভম্!
আত্মৈব কেবলং সর্ব্বং ভেদাভেদো ন বিদ্যতে!"
(দত্তাত্রেয়) "সত্য জ্ঞানম্!"

যাহাহউক, বিচারে দেখা গেল যে, জগতের উৎপত্তি, স্থিতি ও লয় প্রতিমুহূর্ত্তেই হয়। একবার জগতের লয় হইলে দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত যদি পরবর্ত্তি জগৎ উৎপন্ন না হয়, তাহা হইলেই ত মহাপ্রলয় হইল! এবং জ্ঞানস্বরূপ কেবল ব্রহ্মই রহিলেন। তবে শ্রুতি বাক্যের উপর নির্ভর করিলা, মহাপ্রলয় হয়, এ বিশ্বাস যদি আমি করি, তাহাতে আমার দোষ কি? প্রতি মুহূর্ত্তেই জগতের উৎপত্তি ও বিনাশ আছে প্রমাণিত হইল। নিষ্ক্রিয় জ্ঞানস্বরূপ ব্রহ্ম কেবল সাক্ষীরূপে দ্রষ্টা মাত্র; তিনি সৃষ্টিও করেন না এবং বিনাশও করেন না। সুতরাং জগৎ উৎপন্ন হয় না, স্থিতিও করে না, এবং বিনষ্টও হয় না, যেহেতু কারণ ব্যতীত কার্য্য অসম্ভব। জগৎ পূর্ব্বেও ছিল না, এখনও নাই, এবং পরেও থাকিবে না! এক অদ্বিতীয় ব্রহ্ম ভিন্ন অন্য কোনও পদার্থ নাই! ব্রহ্ম সৎ নিষ্ক্রিয় জ্ঞান। তবে ব্রহ্মের দর্শন ভ্রম হইতে পারে না বলিয়াই স্বীকার্য্য যে, তিনি আত্ম-প্রতিবিম্বকেই জগদাকার দর্শন করেন, অর্থাৎ মায়াশক্তির পর পর ভিন্ন ভিন্ন ক্রিয়ারূপ দর্পণ সমূহে ভিন্ন ভিন্ন আত্ম-প্রতিবিম্ব তৎকর্ত্তৃক দৃষ্ট হইয়া থাকে—ব্রহ্ম অনাদি অনন্তকাল অনন্ত মায়াশক্তির অনন্তভাবে ক্রিয়ারূপ অনন্ত দর্পণে অনন্ত জ্ঞান শক্তির বা দর্শন শক্তির অনন্ত নয়ন দ্বারা অনন্ত আত্মপ্রতিবিম্ব অনন্তভাবে দর্শন

করেন—ব্রহ্ম অনন্তভাবে আত্মদর্শন করেন। "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম!" ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ম্!

"বন্ধ্যাপুত্র ব্যোম বনে যথা নন্তঃ কদাচন।
জগদাদ্যখিলং দৃশ্যং তথা নাস্তি কদাচন॥
ন চোৎপন্নং নচ ধ্বংসি যৎ কিলাদৌ নবিদ্যতে।
উৎপত্তিঃ কীদৃশী তস্য নাশশব্দস্য কাকথা॥
নকদাচিদুদেতীদং পরস্মান্ন চ শাম্যতি।
ইথং স্থিতং কেবলং সৎ ব্রহ্ম স্বাত্মনি সংস্থিতম্॥
জগদাকাশমেবেদং যথাহি ব্যোম্নি মৌক্তিকম্।
বিমলে ভাতি স্বাত্মৈব জগৎ চিদ্গগনং যথা॥
অম্বুকীর্ণৈব ভাতীব ত্রিজগচ্ছাল ভঞ্জিকা।
চিৎস্তম্ভে নৈব সোৎকীর্ণা নচোৎকর্ত্তাত্র বিদ্যতে॥"

(যোগবাশিষ্ঠ)

একবার ব্রহ্মের জ্ঞানশক্তির উল্লেখ হইয়াছে, আবার তাঁহার মায়াশক্তিরও উল্লেখ হইল; ইহার তাৎপর্য্য কি?

জ্ঞানশক্তি ও মায়াশক্তি একই শক্তি, বুঝিতে হইবে; এবং এই শক্তি ব্রহ্ম হইতে কোন স্বতন্ত্র পদার্থ নহে, অর্থাৎ শক্তি ব্রহ্মাতিরিক্ত কোন পদার্থ নহে; ব্রহ্ম ও শক্তি এক ও

অভিন্ন। "ব্রহ্ম একমেবাদ্বিতীয়ম্"। যেমন জ্ঞানস্বরূপ ব্রহ্ম জ্ঞাতা বা দ্রষ্টা বলিয়াই, ব্রহ্ম কি, তাহা বুঝাইবার জন্য ভাষায়, ব্রহ্মের জ্ঞানশক্তি আছে, বলা হয়, বাস্তবিক জ্ঞানশক্তি বলিয়া ব্রহ্মাতিরিক্ত কোন স্বতন্ত্র পদার্থ নাই,—অসীম জ্ঞানশক্তিই ব্রহ্ম; সেইরূপ, ব্রহ্ম মায়াবী (মায়া করেন) বলিয়া, ব্রহ্ম কি, তাহা বুঝাইবার জন্য ভাষায়, ব্রহ্মের মায়াশক্তি আছে, বলিতে হয় (মায়া করেন বলায় কোন কার্য্য হয় বা বস্তু উৎপন্ন হয় এরূপ বুঝিবে না, বরং মায়ায় অবস্তু (প্রতিবিম্ব)ই দ্রষ্টব্য,) প্রকৃত পক্ষে মায়াশক্তি বলিয়া ব্রহ্মাতিরিক্ত স্বতন্ত্র কোনও পদার্থ নাই;—অসীম মায়াশক্তিই ব্রহ্ম। শক্তি এক ভিন্ন দুই হইতে পারে না, যেহেতু ব্রহ্মই শক্তি, শক্তিই ব্রহ্ম, এবং ব্রহ্ম একমেবাদ্বিতীয়ম্। অতএব জ্ঞানশক্তি ও মায়াশক্তি একই শক্তি; এবং শক্তি এক বলিয়া শক্তির ক্রিয়ার বাধকাভাবে শক্তি অসীম। মাত্র "শক্তি" শব্দের প্রয়োগই অসীমশক্তিবোধক। শক্তি এক কিন্তু তাহার ক্রিয়া দ্বিবিধ, এজন্য শক্তিকে একবার "জ্ঞান-শক্তি" ও আবার "মায়াশক্তি" বলা হইয়াছে। "জ্ঞানশক্তি" শব্দের প্রয়োগে বুঝিতে হইবে যে, ব্রহ্ম জ্ঞাতা বা দ্রষ্টা (দর্শক) এবং "মায়াশক্তি" শব্দের প্রয়োগে বুঝিতে হইবে যে, ব্রহ্ম মায়াবী দর্শয়ক। এখানে দ্রষ্টব্যও ব্রহ্ম, অতএব প্রকৃত পক্ষে

ব্রহ্ম প্রতিবিম্ব। ব্রহ্মক্রিয়ায় কার্য্য হয় না অর্থাৎ কোন বস্তু উৎপন্ন হয় না, এজন্যই তিনি নিষ্ক্রিয়সংজ্ঞাপ্রাপ্ত।

মায়াশক্তির ক্রিয়া ত্রিবিধ, যথা—আবরণ ক্রিয়া (তমঃ ক্রিয়া), বিক্ষেপ ক্রিয়া (রজঃ ক্রিয়া), ও লয় ক্রিয়া (সত্বক্রিয়া)। আবরণ ক্রিয়ারূপদর্পণে ব্রহ্মের স্বরূপ প্রতিবিম্ব (সচ্চিদানন্দ রূপ) পড়ে না, অর্থাৎ আবরণ ক্রিয়ায় ব্রহ্মস্বরূপ দৃষ্ট হয় না;—বিক্ষেপক্রিয়ারূপ দর্পণে ব্রহ্মস্বরূপের অন্যরূপ প্রতিবিম্ব পতিত হয়, অর্থাৎ বিক্ষেপ ক্রিয়ায় ব্রহ্ম স্বরূপ না দেখিয়া অন্যরূপ দেখেন;—লয় ক্রিয়ারূপ দর্পণে ব্রহ্মের স্বরূপপ্রতিবিম্ব বা ব্রহ্মস্বরূপের নিকটবর্ত্তী প্রতিবিম্ব দৃষ্ট হয়। যখন, মহাপ্রলয়ে মায়াশক্তির বিশুদ্ধ লয়-ক্রিয়ায় (আবরণ ও বিক্ষেপ ক্রিয়াভাবে), ব্রহ্মস্বরূপ স্পষ্টতঃ জ্ঞানদর্পণে দৃষ্ট হয় এবং অন্য কোন রূপ প্রতিবিম্ব পতিত হয় না, তখন উক্ত জ্ঞানদর্পণকে আর অন্তঃকরণ বা দর্পণ সংজ্ঞা দেওয়া হয় না এবং উক্ত জ্ঞান-দর্পণস্থ ব্রহ্মের স্বরূপপ্রতিবিম্বও প্রতিবিম্ব সংজ্ঞা প্রাপ্ত হয় না, একারণ তখন জ্ঞান দর্পণের (অন্তঃকরণের) এবং মায়ার তিরোভাব হইয়া থাকে এমত বলা হয়, যেহেতু ব্রহ্ম তখন কেবল স্বরূপই দর্শন করেন—তখন জ্ঞাতা ব্রহ্ম, জ্ঞেয় ব্রহ্ম, এবং জ্ঞানব্রহ্ম; জ্ঞান জ্ঞানদ্বারা জ্ঞানকেই দর্শন করেন। আত্মা আত্মাদ্বারা আত্মাকেই দর্শন করেন। তখন কেবল পর-

মেশ্বর বা নিরুপাধি ব্রহ্মই থাকেন। আবার যখন "জ্ঞান" জ্ঞান দর্পণে আত্ম-প্রতিবিম্ব দর্শন করিতে আরম্ভ করেন, তখন ব্রহ্ম সোপাধি অর্থাৎ মায়াবী ব্রহ্ম হয়েন, এবং মায়া-শক্তির ক্রিয়া হইতে থাকে ;—

"সচ্চিদানন্দবিভবাৎ কেবলাৎ পরমেশ্বরাৎ।
আসীচ্ছক্তি স্ততো নাদঃ নাদাৎ বিন্দুঃ সমুদ্ভবঃ॥"
(সারদা তিলক)

এখানে "শক্তি" শব্দে মায়াশক্তিই বুঝিতে হইবে, যেহেতু জ্ঞানশক্তির ক্রিয়াভাব কখনও হয় না, কেবল মায়াশক্তির ক্রিয়াই মহাপ্রলয়কালে থাকে না; মায়াশক্তির ক্রিয়াকেই জ্ঞানদর্পণ বা অন্তঃকরণ সংজ্ঞা দেওয়া হয়। কোষকার কৃমির (গুটীপোকার) প্রকৃতির সহিত ব্রহ্মপ্রকৃতির কতক সাদৃশ্য আছে।

"সংকল্পবাসনা-জালৈঃ স্বৈরেবায়াতি বন্ধনম্।
মনো মায়াময়ৈর্বন্ধং কোষকারকৃমির্যথা॥
অবিচ্ছিন্ন চিদাত্মৈকঃ পুমানস্তীহ নেতরৎ।
স্বসংকল্পবশাদ্বদ্ধো নিঃসঙ্কল্পশ্চ মুচ্যতে॥
নাহং ব্রহ্মেতি সংকল্পাৎ সুদৃঢ়াদ্বধ্যতে মনঃ।
অহং ব্রহ্মেতি সংকল্পাৎ সুদৃঢ়ান্মুচ্যতে মনঃ॥"
(যোগবাশিষ্ট)

প্রকৃত পক্ষে আত্মার বন্ধও নাই এবং মোক্ষও নাই, যেহেতু ব্রহ্ম এক ও অদ্বিতীয় (সজাতি-বিজাতি-বর্জ্জিত)। আত্মার বন্ধ, মোক্ষ, সুখ, দুঃখ প্রভৃতিও জ্ঞানদর্পণে আত্ম-প্রতিবিম্ব মাত্র।

"বিশুদ্ধঃ স্ফটীকো যদ্বৎ রক্তপুষ্পসমীপতঃ।
তত্তদ্বর্ণযুতো ভাতি বস্তুতো নাস্তিরঞ্জনা।
বুদ্ধীন্দ্রিয়াদি সামিপ্যাৎ আত্মনোঽপি তথাগতিঃ॥
নৈব দুঃখং হিদেহস্য নাত্মনোঽপি পরাত্মনঃ।
তথাপি জীবোনির্লেপো মোহিতো মমমায়য়া।
অহং সুখীচ দুঃখীচ স্বয়মেবাভি মন্যতে॥"

(ভগবতী গীতা)

মূলকথা এই যে, ব্রহ্ম স্বয়ংই স্বমায়ায় আপনাকেই অনন্তরূপে অনন্তভাবে দর্শন করেন। এক জ্ঞান পদার্থ ভিন্ন আর অন্য কোনও পদার্থ নাই। জগৎপ্রপঞ্চ মিথ্যা দৃশ্য মাত্র অর্থাৎ আত্ম প্রতিবিম্ব ভিন্ন অন্য কিছুই নহে। যেমন সরোবরে তটস্থ বৃক্ষ সমূহের ন্যায় বৃক্ষ সকল জলে দৃষ্ট হয়, কিন্তু জলের উক্ত বৃক্ষ সমূহ প্রকৃত বৃক্ষ নয়, উহারা কেবল প্রতিবিম্ব বা প্রতিবিম্বসমষ্টিমাত্র, তদ্রূপ পরিদৃশ্যমান জগৎ-প্রপঞ্চও কোন পদার্থ বা বস্তু নহে, যেমন স্বপ্নদৃষ্ট বস্তু সমূহ

মিথ্যা তদ্রূপ মিথ্যা, উহা কেবল প্রতিবিম্বমাত্র—জগৎ ব্রহ্ম প্রতিবিম্ব, অতএব ঈশ্বর ব্রহ্মপ্রতিবিম্ব, বিরাট ব্রহ্মপ্রতিবিম্ব, ও জীব ব্রহ্মপ্রতিবিম্ব।

"স্বজ্ঞান দর্পণে স্ফারে সমস্ত বস্তুজাতয়ঃ।
ইমাস্তা প্রতিবিম্বন্তি সরসীব তটদ্রুমাঃ॥"

(যোগবাশিষ্ট)

এ পর্য্যন্ত কেবল ব্রহ্ম ও জগতের বিষয়েই উল্লেখ দেখা যায়, এখন আবার ঈশ্বর, বিরাট ও জীবের কথাও উক্ত হইল। ঈশ্বর কে? বিরাট কে? জীব কে?

ব্রহ্ম মায়াশক্তির ক্রিয়ারূপ জ্ঞানদর্পণে আপনাকেই ক্ষুদ্র পাঞ্চভৌতিকদেহরূপআত্মপ্রতিবিম্ব-স্বরূপে দর্শন করেন। এই প্রতিবিম্বস্বরূপ ব্রহ্মই জীব; এবম্বিধ অসংখ্য প্রতিবিম্ব জ্ঞানদর্পণে দৃষ্ট হইতেছে। এই প্রতিবিম্ব গুলির উপর আত্ম লীলাচ্ছলে বা আত্ম প্রকৃতি অনুযায়ী তাঁহার পৃথক্ পৃথক্ অহঙ্কার পতিত হওয়ায় এক একটী প্রতিবিম্বকে স্বতন্ত্রভাবে "আমি" জ্ঞান করিতেছেন এবং অন্যান্য গুলিকে "পর" ভাবিতেছেন। আমি (ব্রহ্ম) জীবদেহরূপ আত্মপ্রতিবিম্ব সকল জ্ঞানদর্পণে দর্শন করিতেছি। একটী মাত্র জ্ঞানদর্পণে সমুদায় দেহরূপ প্রতিবিম্বই একই সময়ে দৃষ্ট হইতেছে এবং অন্যান্য জ্ঞানদর্পণ গুলিতে কতকগুলি মাত্র লক্ষিত হইতেছে।

যজ্ঞেশ্বরোপাধি প্রতিবিম্বকে "আমি" জ্ঞান করিতেছি, কিন্তু অন্যান্য অসংখ্য দেহরূপ প্রতিবিম্ব সকলকে "পর" জ্ঞান করিতেছি। এইরূপ অন্য একটী দেহরূপ প্রতিবিম্বকে 'আমি' জ্ঞান করিতেছি, কিন্তু যজ্ঞেশ্বরোপাধি দেহরূপ প্রতিবিম্ব ও অন্যান্য দেহরূপ প্রতিবিম্ব সকলকে "পর" জ্ঞান করিতেছি। এবং আবার তদ্রূপই তৃতীয় আর একটি দেহরূপ প্রতিবিম্বকে "আমি" জ্ঞান করিতেছি, কিন্তু যজ্ঞেশ্বরোপাধি দেহরূপ প্রতিবিম্ব ও অন্যান্য প্রতিবিম্বগুলি "পর" জ্ঞান করিতেছি (দেখিতেছি)। ইত্যাদি।

যেমন অসংখ্য জীবরূপ প্রতিবিম্ব জ্ঞানদর্পণে দৃষ্ট হইতেছে, সেইরূপ আবার একটী ঈশ্বররূপ প্রতিবিম্বও দৃষ্ট হয়। অর্থাৎ ব্রহ্ম, জ্ঞানদর্পণে দৃষ্ট এক অনির্ব্বচনীয় কোন বিশেষজ্যোতির্ম্ময়ী ব্রহ্মপ্রতিবিম্বকে "আমি" জ্ঞান করিতেছেন এবং দেখিতেছেন যে, উক্ত প্রতিবিম্বস্বরূপ তিনিই সর্ব্বজ্ঞ, অন্তর্যামী ও অসীম শক্তি ঈশ্বর এবং উক্ত জ্যোতির্ম্ময়ী প্রতিবিম্বস্বরূপে তিনিই জীবগণের উপর কর্তৃত্ব করিতেছেন; আরও দেখিতেছেন যে, তাঁহার ইচ্ছায়ই জাগতিক সর্ব্বপ্রকার পরিবর্ত্তন ঘটিতেছে এবং তিনিই জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়কর্ত্তা, এবং তাঁহার জগৎব্যাপী শরীরের মধ্যে অসংখ্য জীবগণ ইতস্ততঃ বিচরণ পূর্ব্বক তাঁহার ইচ্ছার অধীন হইয়াই স্ব স্ব কার্য্য

করিতেছে। তিনি জ্ঞানদর্পণে দেখিতেছেন যে, জীবগণের সকলেই তাঁহার শক্ত্যুপাধি উক্ত জ্যোতির্ম্ময়ী প্রতিবিম্বরূপ দেহের কার্য্যাধীন, অর্থাৎ উক্ত শক্ত্যুপাধি দেহের সংবেগেই জীবদেহ সকলের ক্রিয়া হইতেছে। আরও তিনি দেখিতেছেন যে, তাঁহার শক্ত্যুপাধি দেহের সংবেগেই জীবগণের জ্ঞানোন্নতি হইতেছে,—

"বুদ্ধং জ্ঞানমনন্তং হি নিষ্কলঙ্কং গগনোপমম্।
প্রবুদ্ধং শক্তিসংবেগাৎ নচ বুদ্ধং গুণক্ষয়ে॥"
"চিচ্ছায়াবেশতঃ শক্তিশ্চেতনেব বিভাতি সা।
তচ্ছক্ত্যুপাধি সংযোগাৎ ব্রহ্মৈবেশ্বরতাং ব্রজেৎ॥
কোষোপাধি-বিবক্ষায়াং ব্রহ্মৈব যাতি জীবতাম্।
পিতাপিতামহশ্চৈব পুত্রপৌত্রৌ যথা প্রতি॥"

(পঞ্চদশী)

উক্ত জ্যোতির্ম্ময়ী ব্রহ্মপ্রতিবিম্ব জীবদেহরূপ প্রতিবিম্বের ন্যায় সসীম নহে; উক্ত জ্যোতির্ম্ময়ী প্রতিবিম্ব অসীম অর্থাৎ সমস্ত পাঞ্চভৌতিক জগৎরূপ প্রতিবিম্বে সর্ব্বব্যাপী। ঈশ্বর আত্মারূপে মায়িক জগতে ব্রহ্মের অসীম জ্ঞানশক্তির স্বরূপব্যঞ্জক এবং তাঁহার জ্যোতির্ম্ময়ী প্রতিবিম্বরূপ শক্ত্যুপাধিদেহ অসীম মায়াশক্তির স্বরূপ-ব্যঞ্জক; ঈশ্বরের সর্ব্বজ্ঞতা

ও অন্তর্যামীত্ব ব্রহ্মের জ্ঞানশক্তির ক্রিয়াবোধক এবং জাগতিক সর্ব্বপ্রকার পরিবর্ত্তনাদির আপাততঃ প্রতীয়মান কারণ-স্বরূপ শক্ত্যুপাধি ঈশ্বরদেহের সংবেগ ব্রহ্মের মায়াশক্তির ক্রিয়াবোধক। উক্ত জ্যোতির্ম্ময়ী ব্রহ্মপ্রতিবিম্বের সন্দর্শনই জীবগণের পক্ষে ঈশ্বর দর্শন। উহা জীবগণ কর্ত্তৃক সদ্‌গুরু-পদেশে সাধনায় দ্রষ্টব্য। *

সমষ্টিস্বরূপ-পাঞ্চভৌতিক-জগৎরূপ ব্রহ্মপ্রতিবিম্বই বিরা-টের দেহ। জীবব্যষ্টিস্বরূপ, বিরাটসমষ্টিস্বরূপ।

আমি জ্ঞানস্বরূপব্রহ্ম। আমার দর্শনক্রিয়া অতীব আশ্চর্য্যজনক ও অনির্ব্বচনীয় এবং অতিশয় দুর্ব্বোধ্য। একই সময়ে অনন্তভাবে আমার দর্শনক্রিয়া নিষ্পন্ন হইতেছে। আমার দর্শনক্রিয়া সকলের মধ্যে কোনটী উত্তম, কোন্‌টী মধ্যম ও কোনটী অধম, এরূপ বলা সঙ্গত নহে, তথাচ প্রকৃত ভাব ব্যক্ত করিবার উদ্দেশ্যে উত্তম, মধ্যম, ও অধম শব্দত্রয় প্রযোজ্য।

আমার উত্তমদর্শন-ক্রিয়ায় আমি মহেশ্বর, মধ্যমদর্শন ক্রিয়ায় আমি ঈশ্বর এবং অধমদর্শন-ক্রিয়ায় আমিই আবার অসংখ্য জীব।

---

* মৎপ্রণীত "সাধনা" গ্রন্থে ঈশ্বরদর্শনের উপায় বিশেষরূপে বর্ণিত আছে।

আমার উত্তম দর্শন-ক্রিয়ায় ত্রিপুটীভাব অর্থাৎ জ্ঞাতা, জ্ঞেয় ও জ্ঞান ইহাদের পার্থক্যজ্ঞান থাকে না, সুতরাং প্রতি-বিম্ব দৃষ্ট হয় না, কেবল আত্মস্বরূপই দৃষ্ট হইয়া থাকে। ইহাই আমার সচ্চিদানন্দাবস্থা বা ভূমানন্দ ভাব।

আমার অন্যান্য অসংখ্য দর্শন-ক্রিয়া সকলের আবার প্রত্যেক দর্শন ক্রিয়া অনন্তভাবে নিষ্পন্ন হইতেছে। আমার মধ্যম দর্শনক্রিয়ায় আমি ঈশ্বর। এই মধ্যম দর্শনক্রিয়ায় আমি একই সময়ে অসংখ্যাসংখ্যক আত্মপ্রতিবিম্ব দর্শন করি-তেছি এবং তন্মধ্যে সর্ব্বোত্তম পূর্ব্বোক্ত জ্যোতির্ম্ময়ী ব্রহ্ম-প্রতিবিম্বকেই "আমি" জ্ঞান করিতেছি এবং অন্যান্য প্রতিবিম্ব সকলকে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়া এক শ্রেণীকে চেতন (জীব) ও অন্য শ্রেণীকে অচেতন (জড়) জ্ঞান করিতেছি। এই সমুদয় প্রতিবিম্বের উৎপত্তি স্থিতি লয়াদি সর্ব্ব বিষয় আমি বিশেষরূপে অবগত আছি, এজন্যই আমি সর্ব্বজ্ঞ ও অন্তর্যামী সংজ্ঞাপ্রাপ্ত। আমার এই ঈশ্বরাবস্থায় আমি অসীম ইচ্ছাক্রিয়াজ্ঞানশক্তিসমন্বিত।*

আমার অধম দর্শনক্রিয়ায় আমি জীব। এই শ্রেণীর দর্শনক্রিয়া সকল একই সময়ে অসংখ্য ও অসংখ্য প্রকার।

---

* "ইচ্ছাক্রিয়া জ্ঞানশক্তি" যে কি, তাহা "সাধনা" গ্রন্থে দ্রষ্টব্য।

এই সকল দর্শন ক্রিয়ার এক একটী দর্শনক্রিয়া বিবক্ষায়ে আমি এক একটী জীব। এই শ্রেণীস্থ প্রত্যেক দর্শনক্রিয়া আবার অনন্তভাবে নিষ্পন্ন হইতেছে। যথা,—আমি যজ্ঞেশ্বরোপাধি একটী জীব। আমি স্বরূপতঃ জ্ঞান-স্বরূপ ব্রহ্ম। আমার এই অধম দর্শনক্রিয়াটী যেমন পর পর অসংখ্য সংখ্যক হইতেছে, সেইরূপ আবার একই সময়ে এক একটী দর্শনক্রিয়া অনন্তভাবে নিষ্পন্ন হইতেছে। এই একটী মুহূর্ত্ত আছে; এই মুহূর্ত্তে আমার এই অধম দর্শনক্রিয়াটী এমনভাবে নিষ্পন্ন হইতেছে যে, এই দর্শনক্রিয়ার গুণেই আমি বহুসংখ্যক দেহরূপ আত্মপ্রতিবিম্ব একই সময়ে দর্শন করিতেছি, তন্মধ্যে কেবল যজ্ঞেশ্বরদেহরূপ প্রতিবিম্বকে "আমি" জ্ঞান করিয়া অন্যান্য দেহরূপ প্রতিবিম্ব সকলকে "পর" জ্ঞান করিতেছি। কিন্তু এমনই আশ্চর্য্য ব্রহ্মমায়া যে, জীবদেহ-রূপ প্রতিবিম্ব সকল অপদার্থ (অবস্তু) হইলেও তাহাদের নানা প্রকার পরিবর্ত্তনাদি দর্শন করিয়া আমি এক অদ্বিতীয় নিষ্ক্রিয় ব্রহ্ম হইলেও আমাকেই আমি দেহধারী অসংখ্য ক্রিয়াশীল আত্মা জ্ঞান করিতেছি। ছায়াবাজি দর্শনে যেমন শিশুগণ মনে করে যে, কতকগুলি তাহাদের মত লোক নাচিতেছে, গান করিতেছে এবং দুই দলভুক্ত হইয়া পরস্পর যুদ্ধ করিতেছে, কিন্তু তাহারা জানিতেছে না যে, উক্ত আপা-

ততঃ প্রতীয়মান লোক সকল প্রকৃত লোক নহে, উহারা কেবল ছায়াপুতুল মাত্র এবং অচেতন; সেইরূপ আমিও এই অধমক্রিয়ারূপদর্পণে (অন্তঃকরণে) দেহরূপ প্রতিবিম্বের নানা প্রকার পরিবর্ত্তনাদি দর্শনে আমি দেখিতেছি যে, আমি কত প্রকার কার্য্য করিতেছি এবং আমার মত অন্যান্য বহু-সংখ্যক দেহধারী আত্মাও স্ব স্ব কার্য্য করিতেছে, কিন্তু স্বরূপতঃ আমি নিষ্ক্রিয় এক অদ্বিতীয় জ্ঞান প্রতিবিম্বের পরিবর্ত্তনদ্রষ্টা বা জ্ঞাতা মাত্র। প্রকৃত পক্ষে কোনও একটী দেহরূপ প্রতিবিম্বের পরিবর্ত্তন ঘটে না; প্রত্যেক দেহরূপ প্রতিবিম্ব যেমন উৎপন্ন হইতেছে, তেমনই আবার বিনষ্ট হইতেছে। মায়াশক্তির প্রত্যেক ক্রিয়া একই সময়ে অনন্ত-ভাবে নিষ্পন্ন হওয়াতেই অধিক পরিমাণে পরস্পর সাদৃশ্য বিশিষ্ট প্রতিবিম্ব সকল পর পর হওয়ায়, দেহের পরিবর্ত্তন ও ক্রিয়া হইতেছে এরূপ জ্ঞান হয় মাত্র। বহুসংখ্যক দেহরূপ আত্মপ্রতিবিম্ব সকলে আমার ভিন্ন ভিন্ন ও স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র অহঙ্কার পতিত হওয়াতে, আমি আমার সঙ্গেই নানা-প্রকার সম্বন্ধ স্থাপন করিতেছি। আমি আমাকেই আমার স্ত্রী জ্ঞান করিতেছি, আমাকেই আমার পুত্র জ্ঞান করিতেছি; কিন্তু এক "আমি" ভিন্ন আর দ্বিতীয় আত্মা নাই।

"অনঙ্গো সুপ্রভঃ পূর্ণঃ, শুদ্ধজ্ঞানাদি লক্ষণঃ।
এক এবা দ্বিতীয়শ্চ সর্ব্বদেহগতঃ পরঃ ॥"

(ভগবতী গীতা)

"যথা শরাব তোয়স্থং রবিং পশ্যেদনেকধা।
তথৈব মায়য়া দেহে বহুধাত্মানমীক্ষ্যতে ॥"

(মহানির্ব্বাণ তন্ত্র)

আমার একটী দর্শন-ক্রিয়ার সহিত অন্যটীর বিশেষ কোন সম্বন্ধ দৃষ্ট হয় না; মধ্যম দর্শন ক্রিয়ায় যে "জ্ঞান" ঈশ্বররূপে সর্ব্বজ্ঞ, আবার সেই "জ্ঞান"ই অধম দর্শন ক্রিয়ায় জীবরূপে অল্পজ্ঞ। ব্রহ্মের দর্শন ক্রিয়া কি অনির্ব্বচনীয় ভাবেই নিষ্পন্ন হইতেছে। এই ভাবই মায়াশব্দবাচ্য! এই ভাবই শাস্ত্রে নিয়তি বা ব্রহ্মপ্রকৃতি নামে অভিহিত।

"প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্ম্মাণি সর্ব্বশঃ!
অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা কর্ত্তাহমিতি মন্যতে।
ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জ্জুন তিষ্ঠতি।
ভ্রাময়ন্ সর্ব্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া ॥"

(ভগবৎগীতা)

আমি জ্ঞানস্বরূপ ব্রহ্ম বলিয়া আমার কোন ভ্রম নাই সত্য, যেমন প্রতিবিম্ব মায়াশক্তির ক্রিয়ারূপ দর্পণে পতিত হয়, তেমন প্রতিবিম্বই আমাকর্তৃক দৃষ্ট হইয়া থাকে; কিন্তু প্রতিবিম্ব অবস্তু অর্থাৎ মিথ্যা পদার্থ, এই প্রতিবিম্বকে "আমি" জ্ঞান করা কি ভ্রম নয়? এবং জীব যখন স্বরূপতঃ এক অদ্বিতীয় ব্রহ্ম, তখন একটী জীব একটী মাত্র প্রতি-বিম্বকে "আমি" জ্ঞান করে এবং অন্যান্য জীবগণকে "পর" জ্ঞান করে, ইহারই বা কারণ কি?

মায়াশক্তির ক্রিয়ারূপ দর্পণ সকল অসংখ্য, ইহা পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে, এবং এই সকল ক্রিয়ারূপ দর্পণ বিবক্ষায়ে একই ব্রহ্ম মহেশ্বর, ঈশ্বর ও অসংখ্য জীব, অর্থাৎ উত্তম ক্রিয়ারূপ দর্পণ বিবক্ষায়ে তিনি মহেশ্বর, মধ্যম ক্রিয়ারূপ দর্পণ বিবক্ষায়ে তিনি ঈশ্বর, এবং অসংখ্য অধম ক্রিয়ারূপ দর্পণ বিবক্ষায়ে তিনিই আবার অসংখ্য জীব। ঈশ্বর ও জীব-গণ দেহাকার বা দেহরূপ প্রতিবিম্বকে "আমি" জ্ঞান করেন—জ্যোতির্ম্ময়ী দেহরূপ প্রতিবিম্বে ঈশ্বরের অহংকার, এবং এক একটী পাঞ্চভৌতিক-দেহরূপ প্রতিবিম্বে এক একটী জীবের অহংকার। মায়াশক্তির মধ্যম ও অধম ক্রিয়ারূপ দর্পণগুলির প্রত্যেক দর্পণে যেমন অসংখ্য দেহরূপ আত্মপ্রতিবিম্ব দৃষ্ট হইয়া থাকে, সেইরূপ আবার এক

একটী দর্পণে এক একটী অহংরূপ বা অহমাকার প্রতিবিম্বও পতিত হয়। এক একটী দেহরূপ প্রতিবিম্বের সহিত এক একটী মাত্র অহংরূপ বা অহমাকার প্রতিবিম্বের পরস্পর মিশ্রণে এক একটী অহমাকার বিশিষ্ট দেহরূপ প্রতিবিম্ব হয়; এক দর্পণে অনেক দেহাকার প্রতিবিম্ব দৃষ্ট হয় বটে, কিন্তু এক দর্পণের অহং প্রতিবিম্ব অন্য দর্পণে দৃষ্ট হয় না, এ জন্যই একই ব্রহ্ম অনন্ত মায়াশক্তির অধম ক্রিয়ারূপ অসংখ্য জ্ঞান দর্পণ (অন্তঃকরণ) বিবক্ষায়ে অসংখ্য স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র জীব। একটী জীবের একটী দেহেই অহংকার আছে, অন্যান্য দেহে অহংকার নাই, এ জন্যই একটী জীব অন্যান্য জীবগণকে পর জ্ঞান করে। এবং অহমাকার বিশিষ্ট দেহরূপ আত্ম প্রতিবিম্ব জ্ঞান দর্পণে দৃষ্ট হয় বলিয়াই ব্রহ্ম দেহকে "আমি" জ্ঞান করেন, যেমন প্রতিবিম্ব তেমনই উহাকে দর্শন করেন, ইহাতে জ্ঞানস্বরূপ ব্রহ্মের কোন ভ্রম নাই, বরং একই ব্রহ্মের, স্বীয় মায়াশক্তির ক্রিয়ারূপ ভিন্ন ভিন্ন অসংখ্য দর্পণ বিবক্ষায়ে অসংখ্য জীব হওয়া, অসীম ব্রহ্ম শক্তিরই পরিচায়ক, স্বীকার করিতে হইবে। ব্রহ্ম অনন্তদর্শনশক্তিতে আপনাকেই অনন্তরূপে দর্শন করিতেছেন এবং এক হইয়াও স্বীয় মায়ায় অনন্ত সংখ্যক হইয়া লীলাচ্ছলে আপনার সহিতই আপনি নানা প্রকার সম্বন্ধ স্থাপন করিতেছেন।

মায়াশক্তির অধম ক্রিয়ারূপ দর্পণে যে অহং প্রতিবিম্ব দৃষ্ট হয়, তাহা আবার ত্রিবিধ;—উত্তম, মধ্যম ও অধম। এই ত্রিবিধ অহং প্রতিবিম্ব দর্শনকেই ত্রিবিধ অহংকার সংজ্ঞা দেওয়া হয়।

উত্তম অহংকার আবার দুই প্রকার। ১ম উত্তম অহং-কারে জীব স্বীয় পাঞ্চভৌতিক দেহ দর্শন করিলেও পরিদৃশ্য-মান জগৎ প্রপঞ্চকে আত্ম-প্রতিবিম্ব-স্বরূপে দর্শন করে এবং এক চিৎস্বরূপ আত্মা বা ব্রহ্ম ভিন্ন আর দ্বিতীয় পদার্থ নাই, এরূপ জ্ঞান করে। এবম্বিধ জীব কর্তৃক পরিদৃশ্যমান জগৎ নিরবয়ব ব্রহ্মে অনুৎকীর্ণ একটী মিথ্যা সাবয়ব ছবিবিশেষ বলিয়া গণ্য হইয়া থাকে।

"অহং সর্ব্বমিদং বিশ্বং পরমাত্মাঽহমব্যয়ঃ।
নান্যদস্তীহ সম্বিদ্‌ যা পরমা সাহ্যহং কৃতিঃ॥"

(যোগবাশিষ্ঠ)

"বিষ্ণুঃ সর্ব্বমিদং জগৎ বিষ্ণুঃ সর্ব্বস্য কারণম্‌।
অহঞ্চ বিষ্ণুরিতি যৎ তদ্‌ বিষ্ণোঃ স্মরণং বিদুঃ॥"

(বৃহন্নারদীয় পুরাণ)

২য় উত্তম অহংকারে জীব আপনাকে জগৎব্যাপী এক অসীম নিরাকার নিরবয়ব চৈতন্য পদার্থ বলিয়া জানে এবং আপনার মধ্যেই স্বকীয় দেহ আছে এরূপ জ্ঞান করে।

"অহমেব পরো বিষ্ণুর্ময়ি সর্ব্বমিদং জগৎ।
ইতি যঃ সততং পশ্যেৎ তং বিদ্যাদুত্তমোত্তমম্॥"

(বৃহন্নারদীয় পুরাণ)

মধ্যম অহংকারে জীব আপনাকে দেহাতিরিক্ত কোন নিত্য পদার্থ বলিয়া জানে এবং আপনাকে দেহ মধ্যে অবস্থিত জ্ঞান করে।

"সর্ব্বস্মা দ্ব্যতিরিক্তোঽহং বালাগ্রশত কল্পিতঃ।
ইতি যা সম্বিদেষাসৌ দ্বিতীয়াহংকৃতিঃ শুভা॥"

(যোগবাশিষ্ঠ)

অধম অহংকারে জীব আপনাকে হস্তপদাদিবিশিষ্ট চেতন পাঞ্চভৌতিকজড়পিণ্ড বিশেষ বলিয়া জানে।

"পাণিপাদাদিমাত্রেয়মহমিত্যেব নিশ্চয়ঃ।
অহংকার স্তৃতীয়োঽসৌ লৌকিক স্তুচ্ছ এব সঃ॥

(যোগবাশিষ্ঠ)

শেষোক্ত দ্বিবিধ প্রকার জীবেরই মৃত্যু হইয়া থাকে এবং মৃত্যুর পর পুনর্জ্জন্ম হয়।

মৃত্যু কি ?

"মৃত্যু" শব্দটি বিনাশবোধক নহে, জৈবাহংকারের বিশেষ পরিবর্ত্তন-সূচক মাত্র। আত্মা অবিনাশী চিৎ বা চৈতন্য বলিয়া আত্মার বিনাশ নাই; এবং জীবের মৃত্যুতে প্রাণ বায়ুর বহির্গমনে দেহের কেবল স্পন্দরাহিত্য ও পরিবর্ত্তনই লক্ষিত হয়, দেহের বিনাশ দৃষ্ট হয় না।

"শুদ্ধং হি চেতনং নিত্যং নোদেতি ন চ শাম্যতি।
স্থাবরে জঙ্গমে ব্যোম্নি শৈলেঽগ্নৌ পবনে স্থিতম্॥
কেবলং বাতসংরোধাৎ যদাস্পন্দঃ প্রশাম্যতি।
মৃত ইত্যুচ্যতে দেহঃ তদাস্য জড় নামকঃ॥"

(যোগবাশিষ্ঠ)

স্থূল দেহ হইতে আতিবাহিক দেহে অহংকার পতনই মৃত্যু এবং আতিবাহিক দেহ হইতে পুনরায় নূতন স্থূল দেহে অহংকার পতনই পুনর্জ্জন্ম বলিয়া কথিত হয়। কেবল মধ্যম ও অধম অহংকারী জীবগণেরই মৃত্যু হইয়া থাকে; উত্তম অহংকারী * বা আত্মজ্ঞানী জীবের মৃত্যু হয় না।—

"ইহৈব যস্য জ্ঞানং স্যাৎ হৃদ্গতপ্রত্যগাত্মনঃ।
মম সম্বিদ্পরতনোঃ তস্য প্রাণাঃ ব্রজন্তি ন॥"
(দেবীগীতা)

"শুদ্ধ ব্রহ্মর তো যস্তু ন স যাত্যেব কুত্রচিৎ।
তস্য প্রাণাঃ বিলীয়ন্তে জলে সৈন্ধবপিণ্ডবৎ॥"
(শিবগীতা)

প্রতিবিম্ব দর্শনকেই "সংস্কার" এবং অহং প্রতিবিম্ব দর্শনকেই অহংকার সংজ্ঞা দেওয়া হয়। এক প্রতিবিম্ব অন্য প্রতিবিম্বের এবং এক সংস্কার অন্য সংস্কারের কারণ নহে সত্য, যেহেতু মায়াশক্তির বিভিন্ন ক্রিয়াই বিভিন্ন প্রতিবিম্বের

---

* ব্রহ্মজ্ঞানীর যে মৃত্যু হইতে পারে না, তাহা "সাধনা" গ্রন্থে যুক্তিদ্বারা সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে।

কারণ; কিন্তু ব্রহ্মের নিষ্ক্রিয়তাহেতু ও ইচ্ছারাহিত্য প্রযুক্ত নিয়তি-সংজ্ঞক মায়াশক্তির ক্রিয়াক্রমের অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হয়,এজন্যই পূর্ব্ববর্ত্তি সংস্কার বা সংস্কার সমষ্টি পরবর্ত্তি সংস্কারের কারণ বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে। এবং জগতের উৎপত্তির অব্যবহিত পর হইতে লয়ের অব্যবহিত পূর্ব্ব পর্য্যন্ত জাগতিক সর্ব্বপ্রকার পরিবর্ত্তনে এইরূপ কার্য্যকারণ-ভাব বা সম্বন্ধ অবশ্য থাকিবে।

জীব যত প্রকার কার্য্য করে, জীবেরর ইচ্ছাই সেই সমুদায় কার্য্যের কারণ স্বরূপ, যেহেতু অগ্রে ইচ্ছা না হইলে কার্য্য হইতে দেখা যায় না। এখানে কার্য্য শব্দে জাগতিক পরিবর্ত্তন বিশেষ বুঝিতে হইবে। জীবগণ কর্তৃক জগতের আংশিক পরিবর্ত্তন মাত্র ঘটিতেছে, এবং জীবগণের ইচ্ছাই উক্ত পরিবর্ত্তনের কারণ। জীবগণের সমুদায় কার্য্যই তাহাদের ইচ্ছামূলক সন্দেহ নাই, কিন্তু জগতের সর্ব্বপ্রকার পরিবর্ত্তনের মূলেই যে জীবগণের ইচ্ছা আছে, ইহা বলা যাইতে পারে না, যেহেতু কেবল আংশিক পরিবর্ত্তনের মূলেই জীবের ইচ্ছা দৃষ্ট হয়। জগতের আংশিক পরিবর্ত্তন যখন ইচ্ছামূলক দেখা যাইতেছে, তখন জাগতিক সর্ব্ব-প্রকার পরিবর্ত্তনও যে ইচ্ছামূলক ইহা সহজেই বোধগম্য হয়, কারণ পরিবর্ত্তন আপনা আপনি হইতে পারে না, কারণ ব্যতিরেকে কার্য্য

অসম্ভব এবং ইচ্ছাকেই সর্ব্ব কার্য্যের কারণ বলিতে হইবে। চন্দ্র সূর্য্যাদির গতি, বায়ুর গতি প্রভৃতি কার্য্য বা ঘটনার মূলে জৈব ইচ্ছা নাই, অবশ্য অন্য কাহারও ইচ্ছা আছে স্বীকার করিতে হইবে। আবার দেখ জৈবকার্য্যের কারণ যেমন জৈবইচ্ছা সেইরূপ জৈবকার্য্য সকল আবার জৈব দেহ দ্বারাই নিষ্পন্ন হয়; ইহা হইতেই সিদ্ধান্ত হইতেছে যে, চন্দ্র-সূর্য্যাদির গতিরূপ জাগতিক পরিবর্ত্তন কার্য্যের মূলে নিশ্চয়ই কাহারও ইচ্ছা আছে এবং এই কার্য্য তাঁহার দেহ দ্বারাই নিষ্পন্ন হইতেছে। সূর্য্য পূর্ব্ব দিক হইতে পশ্চিম দিকে যাইতেছে এবং পশ্চিম দিক হইতে পূর্ব্ব দিকে আসিতেছে। সূর্য্য জড়পদার্থ এবং সূর্য্য কাহারও দেহ নহে, এজন্য অবশ্য স্বীকার্য্য এবং যুক্তি-যুক্ত যে এমন কেহ আছেন, যাঁহার জগৎব্যাপী দেহ আছে এবং সেই দেহদ্বারা তাঁহার ইচ্ছায়ই জড় সূর্য্য পূর্ব্বদিক হইতে পশ্চিমদিকে নীত হইতেছে। যেমন জড়সূর্য্য উক্তদেহ কর্ত্তৃক সঞ্চালিত হইতেছে, সেইরূপ জড় জীবদেহও উক্তদেহ কর্ত্তৃক সঞ্চালিত হইয়া কার্য্য করিতেছে অনুমান করা যায়, কারণ পূর্ব্বোক্ত জগৎব্যাপী দেহ অসীম বলিয়া সসীম জীবদেহের মত তাহার গতায়াত নাই, কেবল সংবেগ আছে মাত্র এবং জীবদেহেও উক্ত দেহ সর্ব্বব্যাপী বলিয়া জীবদেহেও উহার সংবেগ

আছে স্বীকার্য্য। সাধারণ জীবগণের এ ধারণা আছে যে, জড়দেহ সকল আপনা আপনি চলিতে পারে না, জীবগণের ইচ্ছায় শক্তিতে চলিত হয় এবং সর্ব্বদেহ সম্বন্ধেই উক্ত "শক্তি"র অল্পাধিক পরিমাণে ক্রিয়া হইয়া থাকে; জীবগণ যাহাকে "শক্তি" বলে, তাহা সাধারণ জীবগণ জানে না এবং উহা প্রত্যক্ষও করে না, কেবল উক্ত শক্তির ক্রিয়া-দ্বারাই উক্ত শক্তির অস্তিত্ব অনুমান করে মাত্র। এই শক্তি পূর্ব্বোক্ত জগৎব্যাপী দেহ ভিন্ন অন্য কিছুই নহে এবং জৈব দেহের যে সমুদায় কার্য্য জৈব শক্তিতে হয় বলিয়া সাধারণের অনুমান, সেই সমুদায় কার্য্য উক্ত জগৎব্যাপী দেহের সংবেগেই হইয়া থাকে। উক্ত জগৎব্যাপী দেহই সেই শক্ত্যুপাধি স্বয়ং ক্রিয়াশীল জ্যোতির্ম্ময়ী ঈশ্বর দেহ যাহার সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আভাস অগ্রে দেওয়া হইয়াছে।

"চিচ্ছায়াবেশতঃ শক্তি শ্চেতনেব বিভাতিসা।
তচ্ছক্ত্যুপাধিসংযোগাৎ ব্রহ্মৈবেশ্বরতাং ব্রজেৎ॥"

জৈবদেহ দ্বারা যে সমুদায় কার্য্য নিষ্পন্ন হয়, সেই সমুদায় কার্য্য প্রকৃত পক্ষে উক্ত শক্তির সংবেগেই হইয়া থাকে এবং তাহাদের মূলে ঈশ্বরের ইচ্ছা আছে, এজন্য ঈশ্বরেচ্ছা জৈবেচ্ছার কারণ বলিয়া স্বীকার করা যাইতে পারে। জৈব

ইচ্ছা কেবল জৈব দেহেরই কার্য্যের কারণ, ঈশ্বরেচ্ছা যেমন জৈব দেহের কার্য্যের কারণ সেইরূপ আবার জৈব ইচ্ছারও কারণ বটে যেহেতু ঈশ্বরের ইচ্ছাতেই শক্তি সংবেগে জীব দেহের ও জাগতিক অন্যান্য পরিবর্ত্তনে, জৈবেচ্ছার পরিবর্ত্তন ঘটিয়া থাকে। ঈশ্বরেচ্ছা কারণাভাবে অহৈতুকী, স্বীকার্য্য। নিয়তি সংজ্ঞক মায়াশক্তির ক্রিয়াক্রমানুসারেই ঈশ্বরের ইচ্ছা হইয়া থাকে; জগতের উৎপত্তি, স্থিতি ও লয়াদি ব্যাপার এক অনাদি অনন্ত নিয়তি অনুসারেই ঘটিতেছে। ঈশ্বরের ইচ্ছাও জ্ঞানদর্পণে প্রতিবিম্ব মাত্র এবং নিয়তিমূলক।

জগদ্ব্যাপী শক্ত্যুপাধি জ্যোতির্ম্ময়ী ঈশ্বর দেহের বর্ত্তমানতা প্রমাণ সম্বন্ধে অধিক বলা বাহুল্য মাত্র। জড় সংজ্ঞক দেহাদির সঙ্কলন যে, শক্তি সংবেগে হইয়া থাকে ইহা সকলেরই অনুমেয় এবং জগদ্ব্যাপী স্বয়ং ক্রিয়াশীল শক্ত্যুপাধি কিছু না থাকিলে সূর্য্যাদির গতি যে অসম্ভব ইহাও সহজেই বোধগম্য হয়; লিঙ্গ পুরণাদি শাস্ত্র গ্রন্থে ঈশ্বরের জ্যোতির্ম্ময়ী দেহ সম্বন্ধে যথেষ্ট আভাসও প্রাপ্ত হওয়া যায়; বিশেষতঃ সদ্‌গুরুপদেশে সাধনায় উক্ত জ্যোতির্ম্ময়ী ঈশ্বর দেহের আংশিক প্রকাশও স্পষ্টতঃ প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে। পরাভক্তিতে, অর্থাৎ ঈশ্বর ও জীব উভয়েই স্বরূপতঃ এক নির্গুণ ব্রহ্ম এই জ্ঞানে

ঈশ্বরাধানা যথেষ্ট ফলপ্রদ, সন্দেহ নাই; ব্রহ্ম জ্ঞেয়, ঈশ্বর উপাস্য। অভেদ জ্ঞানে ঈশ্বরোপাসনায় জীব যে ক্রমশঃ জ্ঞানোন্নতিতে নিষ্ক্রিয় হইয়া যায়, এবং সর্ব্ব-প্রকার চিন্তা ও কামনা বর্জ্জিত হইয়া পরম পদে স্থিত হয়, এ বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই;—

"যস্ত্বাত্মরতি রেবস্যাৎ আত্মতৃপ্তশ্চ মানবঃ।
আত্মন্যেব চ সন্তুষ্টঃ তস্যকার্য্যং ন বিদ্যতে॥"

(ভগবৎ গীতা)

"নিষ্ক্রিয়ৈব পরাপূজা মৌনমেব পরং তপঃ।
অচিন্তৈব পরং ধ্যানং অনিচ্ছৈব পরং পদম্॥"

(গুরূপদেশ)

তবে ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য, অগ্রে প্রমাণিতও হইয়াছে, এবং সর্ব্ব-শাস্ত্রেরই সার মর্ম্মবটে যে, জীব স্বরূপতঃ এক অদ্বিতীয় নিষ্ক্রিয় ব্রহ্ম; উপাসনা, আরাধনা প্রভৃতি কার্য্যও মায়াশক্তির ক্রিয়ারূপদর্পণে আত্ম-প্রতিবিম্ব মাত্র। ব্রহ্মেচ্ছা সংজ্ঞক নিয়তি, ব্রহ্ম প্রকৃতি বা ব্রহ্মের নিত্যধর্ম্ম অনুসারী এক অনির্ব্বচনীয় ও দুর্ব্বোধ্য মায়াশক্তির ক্রিয়াই দৃশ্য সমস্ত এবং উহার সর্ব্ব-প্রকার পরিবর্ত্তনাদির মূলে স্থিত; মায়াশক্তির ক্রিয়াভাবে সমুদায়ই নির্ব্বাপিত হইয়া যায় এবং

আবার ক্রিয়ারম্ভে সমস্তই জ্ঞানদর্পণে দৃষ্ট হইতে থাকে ; এ জন্যই মহানির্ব্বাণ তন্ত্রে উক্ত আছে ;—

"সৃষ্টেরাদৌ ত্বমেকাসী স্তমোরূপ মগোচরম্।
ত্বত্তো জাতং জগৎসর্ব্বং পরংব্রহ্ম সিসৃক্ষয়া॥
ত সোচ্ছা মাত্র মালাম্ব্য ত্বং মহাযোগিনী পরা।
করোষি পাসি হংস্যন্তে জগদেতৎ চরাচরম্॥"

উপসংহারে বক্তব্য এই যে, জ্ঞান ভিন্ন মুক্তি অসম্ভব, জ্ঞানেই অষ্টপাশ দগ্ধ হয় এবং জ্ঞানেই স্ব স্ব রূপ দৃষ্ট হইয়া থাকে, এজন্য জ্ঞান মাহাত্ম্যসূচক যথেষ্ট শাস্ত্র বাক্য প্রাপ্ত হওয়া যায় ;—

"স্বদেহ মরণিং কৃত্বা প্রণবঞ্চোত্তরারণিম্।
জ্ঞাননির্ম্মাথনা ভ্যাসাৎ পাশং দহতি পণ্ডিতঃ॥"
(কৈবল্যোপনিষৎ)

"ঘৃণা লজ্জা ভয়ংশোকঃ জুগুপ্সা চেতিপঞ্চমী।
কুলং শীলং তথা জাতি রষ্টপাশাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ॥"
(কুলার্ণব)

"যস্য সর্ব্বে সমারম্ভাঃ কামসংকল্প বর্জ্জিতাঃ।
জ্ঞানাগ্নিদগ্ধ কর্ম্মাণং তমাহুঃ পণ্ডিতং বুধাঃ॥"
(ভগবৎগীতা)

"হস্তৌ বুপস্থমুদরং বাক্ চতুর্থী চতুষ্টয়ম্।
এতৎ সুসংযতং যস্য স নরঃ কথ্যতে বুধঃ ॥"

(জ্ঞানসংকলিনী তন্ত্র)

"যথৈধাংসি সমিদ্ধোঽগ্নিঃ ভস্মসাৎ কুরুতেঽর্জ্জুন।
জ্ঞানাগ্নিঃ সর্ব্বকর্ম্মাণি ভস্মসাৎ কুরুতে তথা ॥"

(ভগবৎগীতা)

"ওঙ্কারং রথমারুহ্য বিষ্ণুং কৃত্বা তু সারথিম্।
ব্রহ্মলোক পদান্বেষী রুদ্রারাধন তৎপরঃ ॥"

(অমৃতবিন্দুপনিষৎ)

"ন মুক্তি র্জ্জপনাৎহোমাৎ উপবাস শতৈরপি।
ব্রহ্মৈবাহমিতি জ্ঞাত্বা মুক্তো ভবতি দেহভৃৎ ॥"
"যোগা জীবাত্মনোরৈক্যং পূজনং সেবকেশয়োঃ।
সর্ব্বং ব্রহ্মেতি বিদুষো নযোগঃ ন চ পূজনম্ ॥"

(মহানির্ব্বাণ তন্ত্র)

"ব্রহ্মধ্যানং পরং তীর্থং তীর্থ মিন্দ্রিয় নিগ্রহঃ।
দমস্তীর্থস্তু পরমং ভাবশুদ্ধিঃ সরস্তথা ॥"
জ্ঞানহ্রদে ধ্যানজলে রাগদ্বেষমলাপহে।
যঃ স্নাতি মানসে তীর্থে সযাতি পরমাং গতিম্ ॥

ইদং তীর্থমিদং নেতি যে নরাঃ ভেদ দর্শিনঃ।
তেষাং বিধীয়তে তীর্থগমনং তৎফলঞ্চ যৎ॥
সর্ব্বং ব্রহ্মেতি যো বৈতি নাতীর্থং তস্য কিঞ্চন॥
সদ্বিচার কুঠারেণ ছিন্নসংসারপাদপঃ।
জ্ঞানবৈরাগ্যতীর্থেণ লভতে বৈষ্ণবপদম্॥
নামরূপক্রিয়াহীনং সর্ব্বং তৎপরমং পদম্।
জগৎ কৃত্বেশ্বরোঽনন্তং স্বয়ংমত্র প্রবিষ্টবান॥
বেদাহমেতং পুরুষং চিদ্রূপং তমসঃ পরম্।
সোঽহমস্মীতি মোক্ষায় নান্যপন্থা বিমুক্তয়ে॥
শ্রবণং মননং ধ্যানং জ্ঞানানাঞ্চৈব সাধনম্।
যজ্ঞদানতীর্থবেদৈ মুক্তিঃন লভ্যতে কদা॥
ব্রহ্মপ্রকাশকং জ্ঞানং ভববন্ধবিভেদনম্।
তত্রৈকচিত্ততা যোগো মুক্তিদো নাত্র সংশয়ঃ॥
জিতেন্দ্রিয়ান্তঃকরণো জ্ঞানদৃপ্তো হি যো ভবেৎ।
সমুক্তঃ কথ্যতে যোগী পরমাত্মন্যবস্থিতঃ॥"

(গরুড় পুরাণ)

"সর্পবুদ্ধি যথারজ্জৌ শুক্তৌ বা রজতভ্রমঃ।
তদ্বদ্বেদমিদং বিশ্বং বিবৃতং পরমাত্মনি॥

চৈতন্যাৎ সর্ব্বমুৎপন্নং জগদেতৎ চরাচরম্।
তস্মাৎ সর্ব্বং পরিত্যজ্য চৈতন্যন্তু সমাশ্রয়েৎ॥
ঘটস্যাভ্যন্তরে বাহ্যে যথাকাশং প্রবর্ত্ততে।
তথাত্মাভ্যন্তরে বাহ্যে কার্য্যবর্গেষু নিত্যশঃ॥
যস্মাৎ প্রকাশকোনাস্তি স্বপ্রকাশো ভবেত্ততঃ।
সপ্রকাশো যতস্তস্মাৎ আত্মা জ্যোতিঃ স্বরূপতঃ॥
পরিচ্ছেদো যতো নাস্তি দেশকালস্বরূপতঃ।
আত্মনঃ সর্ব্বথা তস্মাৎ আত্মা পূর্ণো ভবেৎকিল॥
যস্মান্ন বিদ্যতে নাশো পঞ্চভূতৈ র্ব্বৃথাত্মকৈঃ।
আত্মা তস্মাস্তবেন্নিত্যং তন্নাশো ন ভবেৎ খলু॥
যস্মান্নাশিত মজ্ঞানং জ্ঞানেন বিশ্বকারণম্।
তস্মাদাত্মা ভবেজ্‌ জ্ঞানং জ্ঞানং তস্মাৎ সনাতনম্॥
বাহ্যানি সর্ব্বভূতানি বিনাশং যান্তি কালতঃ।
যতোবাচো নিবর্ত্ত্যন্তে আত্মা দ্বৈতবিবর্জ্জিতঃ॥”

(শিবসংহিতা)

“দ্বেপদে বন্ধ মোক্ষায় নির্ম্মমেতি মমেতিচ।
মমেতি বধ্যতে জন্তু নির্ম্মমেতি বিমুচ্যতে॥

মনসো হ্যুন্মনীভাবাৎ দ্বৈতং নৈবোপপদ্যতে।
যদা যাত্যুন্মনীভাবঃ তদা তৎ পরমং পদম্॥
হন্যান্মুষ্টি ভিরাকাশং ক্ষুধার্ত্তঃ কুণ্ডয়েত্তুষম্।
নাহং ব্রহ্মেতি জানাতি তস্য মুক্তির্নবিদ্যতে॥

অনন্তশাস্ত্রং বহুবেদিতব্যং
স্বল্পশ্চ কালঃ বহবশ্চ বিঘ্নাঃ।
যৎ সারভূতং তদুপাসিতব্যং
হংসো যথা ক্ষিরমিবাম্বু মিশ্রম্॥

পুরাণং ভারতং বেদাঃ শাস্ত্রাণি বিবিধানিচ।
পুত্রদারাদি সংসারে যোগাভ্যসস্য বিঘ্নকৃৎ॥
ইদং জ্ঞানমিদং জ্ঞেয়ং যৎ সর্ব্বং জ্ঞাতু মিচ্ছসি।
অপিবর্ষ সহস্রায়ুঃ শাস্ত্রান্তং নাধিগচ্ছসি॥
বিজ্ঞেয়োঽক্ষর-তন্মাত্রো জীবিতঞ্চাপি চঞ্চলম্।
বিহায় সর্ব্বশাস্ত্রাণি যৎ সত্যং তদুপাস্যতাম্॥
অগ্নির্দেবো দ্বিজাতীনাং মুনিনাং হৃদিদৈবতম্।
প্রতিমা স্বল্পবুদ্ধীনাং সর্ব্বত্র সমদর্শিনাম্॥
সর্ব্বত্রাবস্থিতং শান্তং ন প্রপশ্যেৎ জনার্দ্দনম্।
জ্ঞানচক্ষুবিহীনত্বাৎ অন্ধঃ সূর্য্য মিবোদিতম্॥"

(উত্তর গীতা)

"তত্ত্বাববোধো ভগবন্ সর্ব্বাশাতৃণপাবকঃ।
প্রোক্তো সমাধিশব্দেন নচতুষ্ণীমবস্থিতিঃ॥
সর্ব্বং ব্রহ্মেতি যস্যান্তর্ভাবনা সহিমুক্তিভাক্।
ভেদদৃষ্টির বিদ্যেয়ং সর্ব্বথাতাং বিবর্জ্জয়েৎ॥
দীর্ঘ সংসার মায়েয়ং রাম রাজসতামসৈঃ।
ধার্য্যতে পৌরুষৈনিত্যং স্তম্ভৈস্তৈরিব মণ্ডপঃ॥
সমস্তংখল্বিদং ব্রহ্ম সর্ব্বমাত্মেব বিস্তৃতম।
অহমন্যদিদং চান্যদিতিত্যজানঘ॥
অয়ং প্রপঞ্চো মিথ্যৈব সত্যংব্রহ্মাহমদ্বয়ম্।
অত্র প্রমাণং বেদান্তাঃ গুরবোঽনুভবস্তথা।
ব্রহ্মৈব পশ্যতি ব্রহ্ম না ব্রহ্ম ব্রহ্ম পশ্যতি।
সর্গাদিনাম্না প্রথিতঃ স্বভাবোঽস্যৈব চেদৃশঃ॥"

(যোগবাশিষ্ট)

"সর্ব্বভূতময়ো বিষ্ণুঃ পরিপূর্ণঃ সনাতনঃ।
ইত্যভেদপরাভক্তিঃ সা পূজা পরিকীর্ত্তিতা॥
সর্ব্বদেবময়োবিষ্ণু র্বিধি নৈতস্য পূজায়াম্।
ইতি যা মনসঃ প্রীতিঃ সা ভক্তিঃ পরিকীর্ত্তিতা॥

তত্ত্বমস্যাদিবাক্যার্থ জ্ঞানং মোক্ষস্য সাধনম্।
জ্ঞানে চানা হতে সিদ্ধে সর্ব্বং ব্রহ্মময়ং ভবেৎ ॥”

(বৃহৎনারদীয় পুরাণ)

“এ তস্মাৎ সর্ব্বগাদ্দেবাৎ সর্ব্বশক্তের্ম্মহাত্মনঃ।
বিভাগকল্পনাশক্তি লহরীবোত্থিতাত্তসঃ ॥
অতঃ সংকল্পসিদ্ধেয়ং সংকল্পেনৈব নশ্যতি।
যেনৈব জাতা তেনৈব বহ্নিজ্বালেব বায়ুনা ॥
নাহং ব্রহ্মেতি সংকল্পাৎ সুদৃঢ়াদ্বধ্যতে মনঃ।
অহং ব্রহ্মেতি সংকল্পাৎ সুদৃঢ়ান্মুচ্যতে মনঃ ॥”

(যাগবাশিষ্ট)

“মুক্তাভিমানী মুক্তোহি বদ্ধো বদ্ধাভিমান্যপি।
কিম্বদন্তীতি সত্যেয়ং যামতিঃ সাগতির্ভবেৎ ॥
বুভুক্ষুরিহ সংসারে মুমুক্ষুরপি দৃশ্যতে।
ভোগমোক্ষনিরাকাঙ্ক্ষী মহাশয় স উচ্যতে ॥’

(অষ্টবক্র সংহিতা)

“ঈশ্বরানুগ্রহাদেব পুংসামদ্বৈত বাসনা।
মহদ্ভয় পরিত্রাণা দ্বিপ্রাণামুপজায়তে ॥

যেনেদং পূরিতং সর্ব্বমাত্মনৈবাত্মনাত্মনি।
নিরাকারং কথং বন্দে হ্যভিন্নং শিবমব্যয়ম্॥
পঞ্চভূতাত্মকং বিশ্বং মরীচিজলসন্নিভম্।
কস্যাপ্যহো নমস্কুর্য্যামহমেকো নিরঞ্জনঃ॥
আত্মৈব কেবলং সর্ব্বং ভেদাভেদো নবিদ্যতে।
অস্তিনাস্তি কথং ব্রূয়াং বিস্ময়ঃ প্রতিভাতি মে॥
বেদান্তসারসর্ব্বস্বং জ্ঞান বিজ্ঞান মেবচ।
অহমাত্মা নিরাকারঃ সর্ব্বব্যাপী স্বভাবতঃ।
যো বৈ সর্ব্বাত্মকো দেবো নিষ্কলো গগনোপমঃ।
স্বভাবনির্ম্মলঃ শুদ্ধঃ স এবাহং ন সংশয়ঃ॥”

(দত্তাত্রেয়)

“অখণ্ডমণ্ডলাকারং ব্যাপ্তং যেন চরাচরম্।
তৎপদং দর্শিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥

সমাপ্ত।

অশুদ্ধ সংশোধন।

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	পৃষ্ঠা	পংক্তি
সংসাররোসা	সংসাররোগসা	সমস্ত পৃঃ(টাইটেল পেজ)	৮
প্রাণবঞ্চোত্তরারিণিম্	প্রাণবঞ্চোত্তরারণিম্	৵০	৯
সতং	সত্যং	৶০	১৮
পুরনরভ্যুদয়ের	পুনরভ্যুদয়ের	।০	১০
দর্শনাং	দর্শনাৎ	২৩	৫
মনোগম্য	মনোপম্য	২৪	১৫
নিষ্কলনং	নিষ্কলং	৪১	৭
দশিতং	দর্শিতং	৬৫	১২